CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 April, 2021 ■ আগরতলা, ৫ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ২২ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ছত্তিশগড়ে শহিদ ২২ জওয়ান মাও হামলায়

কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় রেখে লড়াইয়ের বার্তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

রায়পুর, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ছত্তিশগড়ে মাওবাদী-যৌথ বাহিনীর গুলির লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত অন্তত ২২ জন জওয়ানের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল। জখম হয়েছেন আরও অন্তত ৩১ জন জওয়ান, এখনও নিখোঁজ একজন। রবিবার সকালে প্রাথমিক অনুসন্ধান চালানোর পর আরও তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আপাতত তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২। এখনও নিরাপত্তা বাহিনীর একজন জওয়ান নিখোঁজ। এই ঘটনায় রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলার সঙ্গে কথা বলেন। পরিস্থিতির সম্পর্কে খোঁজ নেন। অমিত শাহ সিআরপিএফের ডিরেক্টর জেনারেল কুলদীপ সিংকে ছত্তিশগড় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বলেন। এদিকে, এই ঘটনায় অসমে প্রচার কাটছাঁট করে দিল্লি ফিরলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে রাজ্যে এমন মর্মান্তিক ঘটনার পরও ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলকে তোপ দাগলেন অসমের বিজেপি সাংসদ দিলীপ সাইকিয়া। যদিও বাঘেল জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যায় রাজ্যে ফিরবেন তিনি। ছত্তিশগড়ের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গতকালই শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন মৃত জওয়ানদের আত্মত্যাগকেও সম্মান জানিয়েছে টুইট করেন অমিত শাহও।

শনিবার সকালে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুর থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে বিজাপুর ও সুকমার মাঝে দক্ষিণ বস্তারের জঙ্গলে মাওবাদীদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে অভিযানে নামেন ২ হাজারের বেশি জওয়ান। মাওবাদী অধ্যুষিত দক্ষিণ বাস্তারের শুকমা ও বিজাপুরে শনিবার পৃথক ভাবে অপারেশন চালিয়েছিল যৌথ বাহিনী। প্রায় ২ হাজারে

জওয়ান ও অফিসার নিয়ে সেই টিম অপারেশন শুরু করতেই পাল্টা ঝাঁপিয়ে পড়ে মাওবাদীরা। নিরাপত্তা বাহিনীর একটি টিমকে ঘিরে এলোপাথারি গুলি ছুড়তে থাকে তারা। সেই সংঘর্ষ প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চলে। মাওবাদীদের গুলিতে মৃত্যু হয় ৫ জওয়ানের। নিখোঁজ জওয়ানদের খোঁজে তল্লাশি চলে। নিরাপত্তাকর্মীদের গুলিতেও বেশ কয়েক জন মাওবাদীদের মৃত্যু হয়। তবে সে সংখ্যাটা জানা যায়নি। রবিবার সকালে প্রাথমিক অনুসন্ধান চালানোর পর আরও তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আপাতত তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২। জখম হয়েছেন ৩১ জন।এখনও নিরাপত্তা বাহিনীর একজন জওয়ান নিখোঁজ। ছত্তিশগড় প্রশাসন জানিয়েছে, মাওবাদীদের গুলিতে জখম আধাসেনা জওয়ানদের মধ্যে ২৪ জনের চিকিৎসা চলছে বিজাপুর হাসপাতালে। বাকি ৭ জনের জখম গুরুতর হওয়ায় তাদের পাঠানো হয়েছে রায়পুরের হাসপাতালে।

ছত্তিশগড়ের ডিরেক্টর জেনারেল (নকশাল অভিযান) অফ পুলিশ অশোক জুনেজা বলেন, গতকাল সংঘর্ষে ৫ জন মারা গিয়েছিলেন। নিহত জওয়ানের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮। খোঁজ মিলছে না আরও অন্তত ২১ আধাসেনা জওয়ানের। রবিবার সকালে সিআরপিএফের ডিরেক্টর জেনারেল কুলদীপ সিং-ও পৌঁছে যান সুকমা-বিজাপুর সীমান্তে। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল জানান, নিখোঁজ জওয়ানদের খুঁজতে উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে সুকমা-বিজাপুর সীমান্ত এলাকায়। পরে জানা যায় নিখোঁজ জওয়ানদের অধিকাংশেরই খোঁজ মিলেছে। তাঁদের মধ্যে ২২ জনই নিহত হয়েছেন মাওবাদীদের গুলিতে। ছত্তিশগড়ের সুকমা-বিজাপুর সীমান্তে মাওবাদী দমন অভিযানে নেমেছিল সিআরপিএফ বাহিনী। সেখানেই মাওবাদীদের সঙ্গে গুলি যুদ্ধে আধাসেনা বাহিনীর ২২ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন ৩১ জন।

এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর রবিবারের অসম সফর কাটছাঁট করে দিল্লি ফিরেছেন। এদিন সকালে এ ঘটনা নিয়ে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের সঙ্গে দীর্ঘ কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র স্ত্রী। ভূপেশ বাঘেলকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয় করেই মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে। প্রয়োজনে আরও বাহিনী পাঠাবে দিল্লি। বস্তুত অমিত শাহর নির্দেশে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর ডিজি কুলদীপ সিংহও ছত্তিশগড়ে যান। রবিবার প্রচারের শেষদিন অসমের সারভোগ, জালুকবাড়ি, ভবানীপুরে প্রচার করার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।এদিন অসমে বিজেপির কো—অর্ডিনেটর তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং জানান, ছত্তিশগড়ে বিজাপুরে মাওবাদী হামলা হয়েছে।তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনটি সভা করবেন না। একটি সভা করেই দিল্লিতে ফিরে যাবেন।প্রশাসন সূত্রে খবর, দিল্লিতে গিয়ে মাওবাদী হামলার প্রেক্ষিতে করুরি বৈঠকে বসতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছত্তিশগড়ে মাও হামলায় রাজ্যের বীর জওয়ান শম্ভু রায়ের সর্বোচ্চ বলিদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। রাজ্যের আরও এক বীর জওয়ান শহিদ হয়েছেন। দেশের সেবায় সর্বোচ্চ বলিদান দিলেন ধর্মনগরের ভাগলপুরের যুবক শম্ভু রায়। তিনি সিআরপিএফের কোবরা ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান ছিলেন। রবিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে মাওবাদী

হামলায় শহিদ হয়েছেন। এই খবর রাজ্যে পৌঁছতেই সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গিয়েছে শম্ভু রায় ২০১৫ সালে সিআরপিএফের কোবরা ব্যাটেলিয়ানে যোগদান করেছিলেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায়। এদিন ওই এলাকায় অন্যান্য জওয়ানদের সাথে মাও বিরোধী অভিযানে গিয়েছিলেন শম্ভু। মাওবাদীদের হামলায় এদিন সেখানে শহিদ হয়েছেন ২২ জওয়ান। এর মধ্যে রাজ্যের বীর জওয়ান শম্ভু রায়ও রয়েছেন।

এদিন শম্ভু রায়ের শহিদ হওয়ার খবর ধর্মনগরে পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ত্রিশ বছরের শম্ভু পরিবারের চার ভাইবোনের মধ্যে ছোট। ১২ দিন আগে তিনি ছুটি কাটিয়ে বাড়ি থেকে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যান। শম্ভু রায়ের বাবা একজন কৃষক। এদিন এই খবর পাওয়া মাত্র গোটা পরিবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। গ্রামের মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।প্রতিবেশী থেকে শুরু করে গ্রামের সব মানুষের বক্তব্য শম্ভু অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমি ছিলেন। শুধু তাই নয় সবার সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। তাঁর এই শহিদ হওয়ার খবরে গোটা গ্রাম শোকস্তব্ধ।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় শম্ভু রায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশ সেবায় শম্ভু রায়ের এই আত্মবলিদান ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী শ্রদ্ধার সাথে নমন করছেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন মাওবাদী হামলায় আহত অন্যান্য জওয়ানদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। প্রসঙ্গত, আগরতলার অম্বীনিমার্কেট এলাকার বীর জওয়ান তাপস পাল এদিনের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর।

রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু সাব্রুমে, প্রশ্ন দূর্ঘটনা না আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। আগরতলা থেকে সাব্রুমগামী রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গৌতম পাল (৩৭) বাড়ি সাব্রুম মহকুমার সমরগঞ্জ এলাকায়। ঘটনা বিলোনিয়া মনুর মুখ রেল সংলগ্ন এলাকায়।

জানা যায় এই ব্যক্তি কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। কয়েকদিন আগে পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর কলাবাড়িয়া এলাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসে।গতকাল রাতে একবার রেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে টের পেয়ে আত্মীয়রা তাকে বাঁচিয়ে আনলেও আজ কিন্তু আজ তথা রবিবার শেষ রক্ষা করতে পারিনি।

সকলকে ফাঁকি দিয়ে চলে আসে রেললাইনে উঠে ট্রেনের সামনে এসে আত্মহত্যা করে। ঘটনাস্থলে এলাকাবাসীরা খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানাতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিলোনিয়া থানার পুলিশ ছুটে আসে। ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহ নিয়েযাওয়া হয় বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে কিছুদিন পরপরই রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে। এক্ষেত্রে আত্মহত্যার ঘটনাও নেহাত কম নয়। তাতে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

তেলিয়ামুড়ায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ এপ্রিল।। এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে পরিবারের লোকেরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাঙ্খল পাড়া এলাকায় রবিবার সাড়ে সাতটা নাগাদ।মৃত সেই যুবকের নাম ইমারুল রাঙ্খল। দিনমজুর কাজ করে থাকতে সে।প্রতিদিনের মত তার মালিকের কাজ সেরে শ্বশুরবাড়িতে চলে আসে সেই যুবক। শ্বশুরবাড়িতে নিজ গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা করে বলে অভিযোগ পিতার।

এদিকে খবর পেয়ে পিতা মাতা দুজনে ছুটে যায় তার শ্বশুরবাড়িতে।তবে কি পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে সেই যুবককে নাকি অন্য রহস্য জুড়ে রয়েছে।

এদিকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে না হ্যালো পৌঁছলেও গোয়েন্দা দপ্তর দিব্যি ঘুমিয়ে যাচ্ছে।এদিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক জানান হাসপাতাল আসার পরেই তার প্রাণ চলে গেছে।এদিকে যখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোলাঘাটিতে জলের জন্য হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দারা জলের জন্য হাহাকার করছে। এই এলাকার প্রত্যেকের বাড়িতেই জলের টিউবওয়েল রয়েছে। কিন্তু জলের লেয়ার অনেক নিচে নেমে যাওয়ায় তাদের টিউবয়েল থেকে জল বের হচ্ছে না। এলাকার এই করুণ পরিণতির পেছনে রয়েছে বিশাল বড় এক রহস্য। দীর্ঘ দশ পনের বছর ধরে সেখানকার স্থানীয় সিনাই নদী থেকে বালি মাফিয়ারা অবৈধভাবে মেশিনের সাহায্যে বালির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে নদীর চর সহ আশপাশ এলাকা সম্পূর্ণ মরুভূমির রূপ ধারণ করতে চলেছে। আমাদের সংবাদ প্রতিনিধি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে দেখতে পায় নদীর আশপাশ এলাকায় বিশাল বড় বড় গর্ত হয়ে রয়েছে আবার কোথাও কোথাও দেখা গেছে বিশাল আকারে বালির অনেকগুলো স্তুপ হয়ে রয়েছে যা একেবারে মরুভূমির থেকেও কম নয়। এই অবস্থার কারণে এই নদীটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেতাগায় বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলেন গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ এপ্রিল।। কথা কাটাকাটির জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলো এক গৃহবধূ। ঘটনার বিবরনে জানা যায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা সাহা পাড়া এলাকার বাসিন্দা শ্রীপতি নমঃ এর সঙ্গে গতকাল রাতে উনার স্ত্রী শিল্পী ভৌমিক নমঃ (২৫) এর কথা কাটাকাটি হয়।

এই নিয়ে গৃহবধূর স্বামী সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান কথা কাটাকাটির পর তিনি স্ত্রীর গালে একটি চড় মারেন। পরবর্তী সময় সবকিছু ঠিকঠাক চলছিলো। এরইমধ্যে আজ দুপুর আনুমানিক ১ ঘটিকায় গৃহবধূ রান্নাঘরে গিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছেনেয়। ঘটনার খবরপেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তির বাজার থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতালে নিয়ে আসে। গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চৈত্র মেলা ঃ প্রশাসনের সাড়া না পেলেও তৎপর হকাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে প্রতি বছর রাজধানীর শকুন্তলা রোডে রিডাকশান সেলের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশাসন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে রিডাকশান সেলের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বিগত বছর করোনা ভাইরাসের প্রকোপের জেরে এই রিডাকশান সেলের ব্যবস্থা করা হয় নি। এই বছরও এখনো পর্যন্ত প্রশাসন থেকে কোন ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। সময় আর বেশি নেই চৈত্র সংক্রান্তি সামনে।

তাই ব্যবসায়ীরা শনিবার রিডাকশান সেলের ব্যবস্থা করার দাবিতে সিটি সেন্টার সংলগ্ন আগরতলা পুর নিগমের কার্যালয়ে গিয়ে পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের সহকারী কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করে। পাশাপাশি তারা পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করে একই দাবি জানায়। কিন্তু জেলা শাসক জানান এই বিষয়ে প্রশাসনিক ভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। যেহেতু করোনার প্রকোপ রয়ে গেছে তাই শকুন্তলা রোডে নয় শিশু উদ্যানের রাস্তার পাশে এই রিডাকশন সেলের ব্যবস্থা করা হবে। প্রায় ৪ শতাধিক দোকানদার রয়েছে।

কিন্তু শিশু উদ্যানের রাস্তার পাশে রিডাকশন সেলের ব্যবস্থা করা হলে ৭০ থেকে ৮০ জন দোকানদার ব্যবসা করার সুযোগ পাবে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার ব্যবসায়ীরা তাদের নিজেদের মতো করে শকুন্তলা রোডে দোকানের জন্য জায়গা নির্ধারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১৪ জন, প্রশাসনের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিন রাজ্যে মোট ১২২৫ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ জনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। ১২২৫ এর মধ্যে আরটিপিসিআর করা হয়েছে ১৭৫ জনের এবং রেপিড এন্টিজেন্ট টেস্ট করা হয়েছে ১০৫০ জনের। নতুন করে মৃত্যুর কোন খবর নেই। তবে দশজন রোগী সুস্থ হয়েছেন বলে সরকারীভাবে জানানো হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সাধারন মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেই মোতাবেক রবিবার সকালে রাজধানীর বটতলা বাজারে বিশেষ সচেতনতা মূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সাধারন মানুষের মধ্যে মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়।

পাশাপাশি মাস্ক ও সেনিটাইজার ব্যবহারের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অসিম সাহা, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলার মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার সঙ্গীতা চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অসিম সাহা ও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এই সচেতনতা মূলক কর্মসূচির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংবাদ প্রতিনিধিদের অবগত করেন।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৭৩ ▫ ৫ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ২২ চৈত্র ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আর্থিক নিরাপত্তা বিপন্ন

ব্যাংক সংযুক্তিকরণের দুর্ভোগ এখন শুরু হইয়াছে। সাধারণ গ্রাহক উপলব্ধি করিতেছেন সংযুক্তিকরণের ফলে তাঁহাদের সমস্যা কীভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৩টা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মিলিয়া গিয়া পাঁচটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেসব ব্যাংক সংযুক্তিকরণের পর নাম বদলাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের গ্রাহকের পাসবুক আপডেট আপাতত বন্ধ। মিলিতেছে না নবগঠিত ব্যাংকের চেকও। যদি ধরিয়াও নেওয়া হয় গ্রাহকদের দুর্ভোগ সাময়িক, সংযুক্তিকরণের ধাক্কা টের পাইবেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতিরা। বাজারে যখন ঋণের জোগান কমিবে, তখন আসল সংকট তৈরি হইবে। সেক্ষেত্রে স্পষ্ট হইবে ব্যাংক সংযুক্তিকরণের প্রভাব।কিন্তু তাহার চাইতে আরও বড় বিপদ আসিতে পারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তটি। এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ঘোষণা করিয়াছিলেন, দু'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণ হইবে। সদ্য চারটি মাঝারি মাপের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নাম শোনা গেল, যাহাদের মধ্যে থেকে দু'টির বেসরকারিকরণ হওয়ার কথা। নির্মলা সীতারমণের বাজেটের পর যেভাবে কর্পোরেট লবি ব্যাংক বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তকে দু'হাত তুলিয়া স্বাগত জানাইয়াছে, তাহাতে সরকারের পিছু হটিবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। নির্মলার বাজেটকে অর্থনীতিবিদদের একাংশ অতিমারীর মধ্যে 'সাহসী বাজেট' আখ্যা দিয়াছেন। সাহসী এই অর্থে যে, এই প্রথম বাজেটে দেশের কোনও অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বেসরকারিকরণের কথা ঘোষণা করিতে পারিলেন।ব্যাংক সংযুক্তিকরণের পর বেসরকারিকরণের পদক্ষেপ এমন সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

ব্যাংক জাতীয়করণের প্রভাব ভারতের সমাজ-জীবনে কতটা প্রসারিত ছিল, তাহার পরিমাপ মনে হয় অসম্ভব। জাতীয়করণের আগে পর্যন্ত ব্যাংক 'ফেল' করা ছিল এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। একেকটা ব্যাংক ফেল মানে, কোটি কোটি মানুষের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় খোয়া যাওয়া। ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৪টি ব্যাংকের জাতীয়করণ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত একধাক্কায় দেশের অর্থনীতির মুখচ্ছবিটাই যে বদলাইয়া দিয়াছিল, তাহা অস্বীকারের কোনও সুযোগ নাই। জাতীয়করণের পরেই দেশের মানুষ বুঝিতে পারিয়িছিল ব্যাংকিং ব্যবস্থা কী জিনিস। জাতীয়করণের পরই গ্রামে গ্রামে পৌঁছিয়াছিল ব্যাংকের শাখা। জাতীয়করণের পরেই কৃষক থেকে শুরু করিয়া ছোট ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের ঋণ পাইতে শুরু করিয়াছিল। যাহার প্রভাব অর্থনীতিতে অপরিসীম। গ্রাম ও দেশের প্রান্তিক মানুষকে মাথা তুলিয়া দাঁড় করাইয়াছিল ব্যাংক জাতীয়করণ।

ব্যাংক জাতীয়করণের সুফল অর্থনৈতিকভাবে দেশ আজও ভোগ করিতেছে।

যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি করিয়াছিল, তাহাকেই আজ বিক্রি করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে আর্থিক সংস্কারের নামে। দেশে যদি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক না থাকে, তাহাহলে প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে গিয়া শাখা খুলিবে কে? দেশের বড় অংশের মানুষ কি ফের ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে চলিয়া যাইবে? রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক না থাকিলে ছোট ব্যবসায়ী ও কৃষকরা ঋণের জন্য কাহার কাছে যাইবে? আবার কি তাহা হইলে মহাজনের শোষণ ফিরিয়া আসিবে? এই প্রশ্নগুলির জবাব ছাড়াই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণের কথা ভাবা হইতেছে। আর, এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তকেই একটি বড় সংস্কারি সিদ্ধান্ত হিসাবে দেখানোর চেষ্টা চলিতেছে।

দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার সংকটের নেপথ্যে রহিয়াছেন যে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার মালিক, তাহা প্রমাণিত সত্য। এটা কাহারও অজানা নয় যে, বিদেশে ফেরার ঋণখেলাপি বিজয় মালিয়া, মেহুল চোকসি, নীরব মোদি দেশের কর্পোরেট জগতেরই প্রতিনিধি ছিলেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণের ৫০ শতাংশ বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার হাতেই রহিয়াছে। যে 'ননপারফর্মিং অ্যাসেট' তথা এনপিএ-র জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালন ব্যবস্থাকে দায়ী করা হইতেছে, তাহার মূলে যে দেশের কর্পোরেট ব্যবস্থার হাত, সেকথা কেন উল্লেখ করা হইতেছে না? যে কর্পোরেটাইজেশনের কথা বলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ হইতেছে, সেই কর্পোরেট ব্যবস্থাই কিন্তু আজ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংককে দুর্বল করিতেছে। এ এক অদ্ভুত দুষ্টচক্র! এই চক্রকে ভাঙার চেষ্টা না-করিয়া শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণ আগামী দিনে ভারতের অর্থনীতির পক্ষে ভয়াবহ হইতে পারে।রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মানে আজও দেশের সাধারণ মানুষের একমাত্র সামাজিক সুরক্ষা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে মনে হয়, দেশের কোটি কোটি মানুষ সামাজিক নিরাপত্তার একমাত্র রক্ষাকবচ হারাইতে চলিয়াছেন।

"প্রধানমন্ত্রীর ভাষা দুর্ভাগ্যজনক": অনন্যা

কলকাতা,৪ এপ্রিল (হি স): নজরে নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে জোর প্রস্তুতি চলছে রাজ্যজুড়ে। তারই মাঝে বাড়ছে তৃণমূল-বিজেপি তরজা। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে "মমতাকে অপমান করেছেন মোদি" এমনই তোপ দাগেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা।

আর তারপরেই অনন্যা চক্রবর্তী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমরা এমন একজনকে পেয়েছি যাঁর মহিলাদের প্রতি কোনও সম্মান নেই"। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে শশী পাঁজা আরও বলেন, " মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি যেভাবে কথা বলছেন, যেভাবে টোন কেটে কথা বলছেন তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং চিন্তার বিষয়" ।অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে অনন্যা চক্রবর্তী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমরা এমন একজনকে পেয়েছি যাঁর মহিলাদের প্রতি কোনও সম্মান নেই। তাঁর বিবাহিত জীবনেও সেটা স্পষ্ট। তিনি বিবাহিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন না নির্বাচনী ফর্মে"।

আলিপুরদুয়ারে বিজেপি নেতার ওপর হামলার চেষ্টা, বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর জখম ভাই

আলিপুরদুয়ার, ৪ এপ্রিল (হি.স.): আলিপুরদুয়ারে বিজেপি নেতার ওপর হামলার চেষ্টা।দাদাকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন তাঁর ভাই। রবিবার বিকেলের এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ারের পশ্চিম চেপানি গ্রামে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

জানা গেছে, রবিবার বিকেলে বিজেপির জেলা সম্পাদক অর্জুন দেবনাথের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার চেষ্টা করে এক দুষ্কৃতী। অর্জুনকে বাঁচাতে গিয়ে হামলার মুখে পড়ে যান তাঁর ভাই অসীম দেবনাথ। সেই সময় অসীমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে শুরু করে ওই দুষ্কৃতী। ঘটনার সময় এলাকার বাসিন্দারা সেখানে ছুটে আসেন। এরপরই দুষ্কৃতীকে ধরে গণপিটুনি দেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে শামুকতলা থানার পুলিশ পৌঁছোলে তাদের হাতে দুষ্কৃতীকে তুলে দেন স্থানীয়রা। এদিকে, গুরুতর জখম অসীমকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল পাঠানো হয়। সেখান থেকে পরে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অসীমের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম চিরঞ্জিত দেবনাথ। তার বাড়ি শামুকতলা খালার পশ্চিম চেপানী গ্রামে। দলের নেতা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপির নেতারা। অভিযুক্ত তৃণমূলের লোক বলেও দাবি করেন তাঁরা।

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিতে গ্রাহকদের জানতে হবে নতুন আই এফএসসি

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

২০১৭-তে ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৭ সংখ্যাটি এখন হয়েছে ১২। গত বছরের এপ্রিলে সরকারি ব্যাঙ্কের ধামাকা সংযুক্তিকরণ হয়েছে। ১০টি ব্যাঙ্ক মিলে হয়েছে ৪টি ব্যাঙ্ক। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশেছে দুটি ব্যাঙ্ক-ও বি স এবং ইুবিআই, কানাড়া ব্যাঙ্কের সঙ্গে এসেছেঠ সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক মিশেছে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সঙ্গে, আর অন্ধ্রও কর্পোরেশন ব্যাঙ্কের সংযুক্তির ঘটেঠে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে। এক বছর তাদের সত্তা হারিয়েছে সেই সব ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের নাম পরিবর্তন ছাড়া পুরনো চেক বই, পাশ বই, এমনকী নেট ব্যাঙ্কিং সহ ব্যাঙ্কের সব কাজকর্ম এতদিন পুরনো ব্যাঙ্কের ভিত্তিতে করেছেন। এই এপ্রিল থেকে পুরেনা ব্যাঙ্কের বেশ কিছু কোড ইত্যাদি হারিয়ে যাবে, আসবে নতুন সব কোড, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দৈনিন্দিন ব্যাঙ্কের লেনদেন।

এদিকে আবার করোনা দ্বিতীয় হানায় আতঙ্কিত বিভিন্ন মহল। ব্যাঙ্কে যাতায়াত আবার যতটা সম্ভব কম করা যায় ততই ভালো, জোর দিতে হবে অনলাইন পরিষেবায়। কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে যেমন আইএফএসসি (কোড), এনইএফটি, আরটিজিএস ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে নেট পরিষেবার সুযোগ নেওয়া সম্ভব নয়, এমনকী ব্যাঙ্কে সরাসরি কাজ করতে গিয়েও এসব জানা জরুরি হয়ে পড়ে। আমাদের আজকের আলোচনা ব্যাঙ্ক পরিষেবা নেবার জন্য কয়েকটি প্রাথমিক ধারণা বিষয়ে-আমরা প্রথমেই উল্লেখ করব আইএফএসসি'র বিষয়ে, যা ব্যাঙ্ক সংযুক্তির জন্য অনেককে জানতে হবে।

আইএফএসসি ঃ যে কোনো ব্যাঙ্কের চেক বই খুললেই ব্যাঙ্কের নামের পাশে আইএফএস কোড দেখা যায়—যার পুরো কথাটি হল ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল সিস্টেম কোড। প্রকৃতপক্ষে যা হল আলফা- নিউমেরিক কোড (আলফাবেট ও সংখ্যার সমন্বয়ে তৈরি), যা ব্যাঙ্কের শাখার চিহ্নিতকরণের কাজ করে।কোন ব্যাঙ্কের কোন শাখা থেকে কোন অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে তা জানা যায়। ব্যাঙ্কের পাশবইয়ে এই কোড উল্লেখ থাকে।

এই কোড হয় ১১ ডিজিটের ১১ ডিজেটের প্রথম চারটি বর্ণমালা বা অ্যালফাবেট ব্যাঙ্কের নামের পরিচয় দেয়। পঞ্চম সংখ্যাটি শূন্য (০), বাকি ৬টি সাধারণভাবে সংখ্যা থাকে (কিছু ক্ষেত্রে বর্ণমালাও থাকে) ব্যাঙ্ক সংযুক্তি পরে মিশে যাওয়া ব্যাঙ্ক নাম সহ অন্য সত্তা হারিয়ে যাওয়াতে এখন তাদের মিশে যাওয়া ব্যাঙ্কের নামেই পরিচয়েই তাদের পরিচিতি। এজন্য সংযুক্ত। ব্যাঙ্কগুলির আইএফএস কোডের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। এতদিন পুরনো কোডেই চলেছে, কিন্তু এখন জানতে হবে, ব্যবহার করতে হবে নতুন কোড।

কোথা থেকে জানা যাবে ঃ গ্রাহক তার নিজের ব্যাঙ্কের শাখাতে গেলেই এই কোড জানতে পারবেন। এছাড়াও ব্যাঙ্কের পাশবই, চেকের পাতায় পাতায় এই কোড উল্লেখ থাকে (অবশ্যই যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে সেই ব্যাঙ্কের নাম ইস্যু করা চেক বই /পাশ বই হতে হবে। আর দেখা যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে।

অনলাইনে টাকার লেনদেন কিন্তু এই আইএফএস কোড ঠিকমোতা না জানলে অন্য ব্যাঙ্কে টাকা চলে যেতে পারে, তার হ্যাপা কিন্তু কম নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকার লেনদেন নিয়ন্ত্রত হয়।

এমআইসিআর ঃ এমআইসিআর এর পুরো কথা 'ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ক্যারেক্টার রেকগনিশন'। নথির সুরক্ষার জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এই প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যাবহার ব্যাঙ্কি ক্ষেত্রে দেখা যায়। যে কোনো ব্যাঙ্কের চেক বইয়ের চেক নাম্বারের পরেই এমআইসিআর লেখা থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কলকাতাতে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাঙ্কে এমআইসিআর শুরু---৭০০। অর্থাৎ এমআইসিআরের নয় ডিজিটের প্রথম তিনটি ডিজিট/ সংখ্যা সেই শহরের পিন কোডের শুরু।পরের তিনটি সংখ্যা ব্যাঙ্কের, পরের তিনটি সংখ্যা ব্যাঙ্কের শাখার কোড।ব্যাঙ্ক সংযুক্তির পর পুরনো ব্যাঙ্কের নাম পরিবর্তনে এই কোড পাল্টে যাবে। ব্যাঙ্কের লেনদেনে ওই কোড জরুরি। কোন শাখায় চেক জমা দিলে তা ক্রেডিট হয় ইলেকট্রনিক ক্রিয়ারিং সিস্টেমের মাধ্যমে, এমআইসিআরের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ও শাখার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়।

ইউজার আইডি : যে সব ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের আরও একটি বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে, না হলে অনলাইনে লেনদেন করা সম্ভব হবে না। সব ব্যাঙ্কের গ্রাহকদেরই থাকে, গ্রাহক পরিচিত নাম্বার বা ইউজার আইডি। নির্দিষ্ট ব্যানের এই ইউজার আইডি সেই ব্যানের অন্য শাখাতে অ্যাকাউন্ট থাকলেও ইউজার আইডি কোনও পরিবর্তন হয় না, সব শাখাতেই একই থাকে। এতদিন পর্যন্ত পুরনো ব্যাঙ্কের ইউজার আইডি দিয়ে ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ চলছিল। তবে কয়েকটি ব্যাঙ্ক জানিয়ে দিয়েছে, সংযুক্ত করলে আগের ইউজার আইডি পাল্টে যাবে। যেসব ব্যাঞ্চের গ্রাহকদের নতুন ইউজার আইডি হবে, নতুন আইডি জেনে নেওয়া খুব জরুরি।

ন্যুনতম ব্যালেন্স : সেভিংস ত্যাকাউন্টে ন্যুনতম কত ব্যালেন্স রাখতে হবে তা ব্যানে গিয়ে জানা প্রয়োজন। এই ব্যালেন্স সব ব্যাঙ্কের এক হয় না। যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে আপনার ব্যাঙ্কটি মিশে গেল তাদের ন্যুনতম ব্যালেন্সের অঙ্ক কত তা জানা না থাকলে সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা কম থাকলে অসুবিধায় পড়তে হতে পারে।

ব্যাঙ্ক সংযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও এনইএফটি আরটিজিএস এবং আইএমপিএস সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা ছোট করে এবার এই তিনটির বিষয়ে উল্লেখ করব।

এই তিন মাধ্যম ব্যবহার করে টাকা পাঠানো সহ বিভিন্ন আর্থিক কাজকর্ম করার জন্য থাকতে হবে স্মার্টফোন, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ। এনইএফটি : উপরে উল্লিখিত মাধ্যমগুলির মধ্যে বেশি জনপ্রিয় এনইএফটি। এনইএফটি-র পুরো কথাটি হল ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক্স ফান্ড ট্রাসফার"। এই মাধ্যমে যে কোনো আযাকাউন্টে টাকা পাঠানো যায়। টাকা পাঠানোর সর্বোচ্চ সীমা যেমন বাঁধা নেই, তেমনি নেই সর্বনিম্ন অঙ্কও। আগে টাকা পাঠানোর ব্যাপারে সময়ের বাধানিষেদ থাকলেও এখন নেই কোনো বাধানিষেধ, ২৪ ঘণ্টা ৩৬৫ দিনই টাকা পাঠানো যায়। টাকা প্রাপকের আকাউন্টে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই জমা পড়ে যায়। আর এই টাকা পাঠাতে কোনো চার্জও দিতে হয় না।

আরটিজিএস : ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর আর একটি মাধ্যম হল আরটিজিএস বা রিয়াল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল গ্রাহক যে মুহূর্তে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাচ্ছে সেই মুহূর্তেই টাকা জমা পড়ে যাবে। এনইএফটিতে কিছু সময় অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয়। এই মাধ্যমে টাকা পাঠাতে এখন কোনো চার্জ লাগে না। টাকা পাঠানোর ব্যাপারে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন ন্যুনতম অঙ্ক ২ লক্ষ টাকা, এর কমে আরটিজিএস করা যায় না। সাধারণভাবে একবারে ১০ লক্ষ টাকার বেশি পাঠানো যায় না। ব্যবসায়ী, কর্পোরেট দুনিয়াতে আরটিজিএসের ব্যবহার বেশি।

আইএমপিএস : আরটিজিএসের মতো টাকা পাঠানোর সঙ্গে জমা পড়া বা রিয়েল টাইম পেমেন্ট পরিষেবার অন্য আর একটি মাধ্যম হল আইএমপিএস বা রিয়েল টাইম পেমেন্ট সার্ভিস

বছরের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই এই পরিষেবা পাওয়া যায় অর্থাৎ ৩৬৫ দিন, ২৪ X ৭। ন্যুনতম এক টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা লেনদেন করা যায়। মোবাইল ব্যানিং, নেট ব্যাঙ্কিং এসএমএসের মাধ্যমে এই পরিষেবা পাওয়া যায়। আমরা উপরের যে মাধ্যমগুলির মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করার কথা উল্লেখ করলাম তা দেশের মধ্যে করার জন্য আর এজন্য ব্যাঙ্কের আইএফএসসি কোড জানা প্রয়োজন। কিন্তু (SWIFT (Security for Intebank Finance Telecommucation) ব্যাঙ্ক ও শাখার ভিত্তিতে এই কোডের হদিশ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক আযাকাউন্ট, ডেবিট কার্ড, শেয়ার বা জানানোর যে সতকীকরণ বার্তা প্রায় পাঠিয়ে থাকে তা অবশ্যই পালনীয়। একথা মনে রাখা আবশ্যিক। এক লহমায় ভুলে সাইবার জালিয়াতদের হাতে আপনার অ্যাকাউন্টের তথ্য পৌঁছে গেলে আর্থিক বিপত্তির মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা বেশি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক ফুলে সব দেবতার পুজো হয় না

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজেপির কাছে ২০১৯ মোটেই ভালভাবে শেষ হল না। তাদের আপাত মেঘমুক্ত আকাশ একরাশ মনখারাপ ও হতাশায় ঢেকে দিয়ে বিরোধী আকাশে নতুন সূর্যোদয় ঘটাল ঝাড়খণ্ড। অথচ চেষ্টার কিন্তু কোনও ত্রুটি রাখেনি অমিত ক্ষমতাধর শাসককুল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং দল সভাপতি অমিত শাহ সব কিছু ঢেলে দিয়ে ক্ষমতায় ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। পারলেন না নিজেদের ব্যর্থতায়।

বিপর্যয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে এই জুটি যদি তাঁদের অগ্রজ পূর্বসূরির দিকে একবার তাকান। পার্থক্যটা তাহলে জলবৎ তরলং হয়ে যায়। অটলবিহারী বাজপেয়ীর রাজনীতি ও শিক্ষা তাঁদের আগামী নিদগুলোর পাথের হয়ে উঠতে পারে।

এটা ঠিক, বাজপেয়ীর সময়ের বিজেপির চেয়ে মোদি-শাহ আমলের বিজেপির পার্থক্য বিস্তর। ধারে, ভারে, প্রভাবে, প্রতিপত্তিতে এবং বিস্তারে দুই আমলের সালের মধ্যে কোনও তুলনাই চলে না। কিন্তু এটাও ঠিক, বাজপেয়ীর আমলে জোট শরিকরা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তার ছিটেফোঁটাও এই আমলে দৃশ্যমান নয়। বাজপেয়ী তাঁর শরিকদের 'স্পেস' দিতেন। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণেণ আগে আলোচনা করতেন। একটা কোঅর্ডিনেশন কমিটিও গড়ে দিয়েছিলেন। সমন্বয়ের জন্য সেই কমিটির বৈঠকও হত। নতুন জুটির আমলে সেসব কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, শরিকদের জায়গা দখলের নিরন্তর এক প্রচেষ্টায় নতুন বিজেপি সদাব্যস্ত। বিশেষ করে ২৮২ থেকে ৩০৩ এ উত্তরণের পর। এই পার্থক্যের ফল কী হতে পারে, মহারাষ্ট্র তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। কিন্তু বিজেপি তা থেকে কোনও শিক্ষা নিল না। শিবসেনা যখন মুখ্যমন্ত্রিত্ব বাগাভাগির প্রশ্নে অনড়, বিজেপিও তখন অনড় থেকে মহারাষ্ট্রকে হেলায় হারাল। ঝাড়খণ্ডের হল সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি। শরিক 'আজুস' (এল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) এর আরও কিছু বাড়তি আসনের দাবি মেনে নিলে মোদি শাহ জুটিকে বছর শেষে এভাবে মুখ কালো করে থাকতে হত না। ঔদ্ধতা মানুষ পছন্দ করে না। একন অন্তত এই বোধোদয় বিজেপির হওয়া দরকার। নাগিরকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং 'নাগরিকপঞ্জি তৈরি' (এনআরসি) দু'টিই একে অন্যের পুরিপূরক। এই জোড়া সিদ্ধান্ত তাদের রাজনৈতিক অভীপ্সা কতটা পূর্ণ করবে, পরের কথা। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, সিএএ ও এনআরসি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিকে একাসনে বসাতে অনুঘকের কাজ করেছে। বিপদটা বিজেপি বুঝেছে যখন, ততক্ষণে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। এনআরসি-র সিদ্ধান্ত জবরদস্তি অস্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী যে শুধুমাত্র দেশের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও তাঁর 'ম্যান ফ্রাইডে' অমিত শাহর অমর্যাদা করলেন তা নয়, নিজেকে অসত্যবাদী প্রমাণ করলেন। রামলীলা ময়দানে যেভাবে ও যে ঢংয়ে তিনি এনআরসিকে নস্যাৎ করলেন, তা বিস্ময়কর তো অবশ্যই ডাহা মিথ্যাচারেরও অকাট্য প্রমাণ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, দেরিতে হলেও বিপদটা কোথায় প্রধানমন্ত্রী তা বিলক্ষণ বুঝেছেন। ড্যামেজ কন্ট্রোলে তাই তিনি এত মরিয়া। ছ'সাত সপ্তাহের মধ্যে মোদি-শাহ জুটিকে আরও এক বড় পরীক্ষায় নামতে হবে। ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি বিধানসভার ভোট। শাসক দল আম আদমি পার্টি ও তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জার বিজেপি—কেউই এই ভোটে হারতে রাজি নয়। মোদি শাহ জুটিকে মুখ কেন কালো করে বসে থাকতে হত না,ঝাড়খণ্ডের ভোট বিশ্লেষড়ই তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। পাঁচ বছর আগে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি পেয়েছিল ৩১.২৬ শতাংশ ভোট। তাদের ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল আজ ৩.৬৮ শতাংশ ভোট। দুই দলের মিলিত প্রাপ্তি ছিল ৩৪.৯৮ শতাংশ। এবার জোট ভেঙে একা লড়েও বিজেপি কিন্তু তার প্রাপ্ত ভোটের হার বাড়িয়েছে। ৩৩.৩৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছে ২৫ আসন। আজসু নেতা সুদেশ মাহাতোকে 'ওয়াক থুঃ' করে দূরে ঠেলে না দিলে তাদের প্রাপ্ত ৮.১ শতাংশ ভোট বিজেপিকে সমৃদ্ধ করতই। কারণ, তাদের মোট ৪১.৪৭ শতাংশের তুলনায় কংগ্রেসে-জেএমএম-আরজেডি-র মিলিত প্রাপ্তি হত মাত্রই ৩৫.৩৫ শতাংশ। জোট ভাঙার এই হঠকারিতা আদিবাসী এলাকায় বিরোধী জোটকে তরিয়েই শুধু দেয়নি, 'একক গরিষ্ঠ দল'-এর তকমাটাও বিজেপির কাছ থেকে জেএমএম কেড়ে নিল।

বিজেপির দ্বিতীয় বড় ভুল দ্রুত জনপ্রিয়তা হারানো মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের উপর বাজি ধরা। আদিবাসী অধ্যুষিত এই রাজ্যে রঘুবরই প্রথম অ-উপজাতি মুখ্যমন্ত্রী। এই অনগ্রসর নেতাকে দ্বিতীয়বারের মতো তুলে ধরেও তারা সফল হত, যদি আগের জোট অটুট থাকত এবং রঘুবর যদি নিজেকে আদিবাসী মহলে অ-জনপ্রিয় করে না তুলতেন। বিজেপি এটা যখন বুঝল, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তাই 'ঘর ঘর রঘুবর' শ্লোগান বদলে তারা মোদি মাহাত্ম্যকে আঁকড়ে 'বিজেপি দুবারা' আওয়াজ তোলে। নিজেদের টেনে আনে জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তান, নাগরিকত্ব আইন, এনআরসি, অযোধ্যা ও হিন্দুত্বের চেনা উঠোনে। এটাও হয়ে যায় এক মারাত্মক 'মিসক্যালকুলেশন' এই 'ন্যারেটিভ' -এ পা দেওয়া যে হারাকিরির শামিল, মহারাষ্ট্র নির্বাচন পরিচালনার সময় পইপই করে শরদ পাওয়ার তা জোট শরিকদের বুঝিয়ে ছিলেন। বিরোধীরা তাই আঁকড়ে ধরেছিল 'রোটি-কাপড়া-মকান'-এর পাশাপাশি 'পানি-সড়ক-বিজেপি' ও 'হর হাতমে কাম, ঘর ঘরমে খুশিয়াল' -এর শ্লোগান। পাওয়ারের ছকে দেওয়া সেই রাস্তাতেই হেঁটেছে ঝাড়খণ্ডের বিরোধী জোট। মণিপুর, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও অসমের মতো দেশের দরিদ্র রাজ্যগুলির অন্যতম ঝাড়খণ্ডে (৪০ শতাংশের বাস দারিদ্রসীমার নিচে ৪৩ শতাংশ) বেহাল কৃষি ও অর্থনীতির ছোবল মারাত্মক আকার নিয়েছে। একদিকে সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (দরিদ্র রাজ্যে যা আরও মারাত্মক আকার নেয়), অন্যদিকে আদিবাসীদের অধিকার হরণ বিজেপির জাতীয়তাবাদী প্রচারকে আদৌ হুল ফোটাতে দেয়নি। রাজ্যের মোট লগ্নির ৪৪ শতাংশ অকার্যকর হয়ে পনে থাকা দিন-আনি দিন- খাই শ্রমিক-হৃদয় গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। জাতীয়তাবাদের জড়িবুটি সেই ক্ষক ও ক্ষোভের প্রলেপ হতে পারে না।

বছরের মাঝামাঝি লোকসভা ভোটে হইহই করে জিতেও মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং ঝাড়খণ্ডে বিজেপিকে কেন এভাবে হোঁচট খেতে হল? একটা কারণ জাতীয়তাবাদের পুরনো 'ন্যারেটিভ' আঁকড়ে থেকে রাজ্যভিত্তিক চাহিদা অস্বীকার করা। দ্বিতীয় বড় কারণ, অর্থনীতির দক্ষিণমুখী প্রবাহে রাশ টানতে নিদারুণ ব্যর্থতা এবং জনজীবনের সার্বিক অবনতি অস্বীকার করা। তৃতীয় কারণ আদর্শগত মৌলিক বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তিতে ধর্মীয় মেরুকরণে সহায়ক আইন তৈরির সিদ্ধান্ত। ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি বিধানসভার ভোট। শাসক দল আম আদমি পার্টি ও তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জার বিজেপি—কেউই এই ভোটে হারতে রাজি নয়। গত এক বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল রাজধানীর গরিব, মধ্যবিত্ত ও নারীশক্তির্কে 'মাছের চোখ' করেছেন। আস্থা অর্জনে নিখরচায় পানীয় জল ও বিদ্যুতের পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় মহল্লা ক্লিনিক খুলে স্বাস্থ্য পরিষেবা সুলভ করেছেন ৭০টিরও বেসি সরকারি পরিষেবা বাড়ি বসে পাইয়ে দিয়ে রাজধানীতে দালালি প্রথার বিলোপ ঘটিয়েছেন। সরকারি বাসে মহিলাদের বিনা টিকিটে আসা-যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া পাশাপাশি প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছেন সরকারি বিদ্যালয়গুলির। দিল্লির শাসক দলের এই বিপুল জনপ্রিয়তার মোকাবিলা দেশের শাসক দল কীভাবে করবে, সেটাই বড় দ্রষ্টব্য, আর এই ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে কংগ্রেসের ভূমিকা।

দিল্লির কংগ্রেস অবশ্যই তৃতীয় শক্তি। শীলা দীক্ষিতের মৃত্যুর পর সেই শক্তির ক্ষয়ও হয়েছে বেশ কিছুটা। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও ঝাড়খণ্ডে র ফল কংগ্রেসেকে উজ্জীবিতও করে তুলেছে। সেই উদ্দীপনায় ভর দিয়ে দিল্লি দখলে কংগ্রেসের কি কোমর কষে নামা উচিত? প্রশ্নটার মীমাংসা তাদের দ্রুত করতে হবে। যে দল বিজেপিকে ঠেকানো জরুরি মনে করে, বিজেপিকে দেশের সংহতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ভাবে, তাদের কি উচিত হবে এমন কিছু করা, যাতে রাজধানীর প্রধান বিজেপি-বিরোধী শক্তি দুর্বল হয়? পক্ষান্তরে লাভবান হয় বিজেপি? সিদ্ধান্তটি কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু কখনও সখনও দেশের স্বার্থে অপ্রিয় সিদ্ধান্তগ্রহণ জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। কৌশল তারই নাম।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গুজরাট বাংলা শাসন করবে, সেটা হতে দেব না, বাংলা বাংলাকেই শাসন করবে, পুরশুড়ার জনসভায় বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুরশুড়া, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : "গুজরাট বাংলা শাসন করবে, সেটা হতে দেব না। বাংলা বাংলাকেই শাসন করবে।" রবিবার হুগলির পুরশুড়ার জনসভা থেকে বিজেপিকে এ ভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভা ভোটের তৃতীয় দফার নির্বাচন আগামী ৬ এপ্রিল মঙ্গলবার। আজ রবিবার তৃতীয় দফা নির্বাচনের শেষ প্রচার। এদিন সকল থেকে তিনি হুগলি, হাওড়াসহ পাঁচটি জনসভা করেন। এদিন তিনি হুগলির পুরশুড়ার জনসভা থেকে বিজেপিকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, নিজে না সরলে তাঁকে সরানো অত সহজ নয়।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপি ভারতের জঘন্য রাজনৈতিক দল। তাদের কাজ একটাই, রোজ রোজ মিথ্যা কথা বলা, কুৎসা করা।" তাঁর কথায়, "দেশে এ রকম সরকার আগে কখনও দেখা যায়নি। এ রকম বাজে রাজনৈতিক দল দেখিনি। যারা ক্ষমতায় থেকে মানুষকে খুন করে।" নরেন্দ্র মোদীকে 'বাজে প্রধানমন্ত্রী' এবং অমিত শাহকে 'বাজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী' বলেও আক্রমণ করেছেন মমতা। তাঁর বক্তব্যে এনআরসি, এনপিআর-এর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশে এনসিআর-এর নামে বিজেপি 'মানুষ খুন করেছে' বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। বিজেপি-র স্লোগান 'আসল পরিবর্তন' নিয়েও কটাক্ষ করেছেন মমতা। তৃণমূলের জমানায় বাংলায় কোনও উন্নয়ন হয়নি। এই অভিযোগ বিভিন্ন জনসভা থেকে বারংবার তুলেছেন বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। খোদ প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখেও এ কথা শোনা গিয়েছে। সেই উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনেই বিজেপি-কে তুলোধোনা করেছেন মমতা। তাঁর কথায়, "বিজেপি বলছে বাংলায় নাকি উন্নয়ন হয়নি। তাই বাংলায় নাকি পরিবর্তন দরকার। আমি বলি, পরিবর্তন স্লোগানটা আমারই।" এর পরই তাঁর হুঁশিয়ারি, "আমি যত দিন নিজে না যাচ্ছি, আমাকে সরানো অত সহজ নয়, এটা জেনে রেখো বিজেপি দল।"

বাংলাকে গুজরাত বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী। তবে বাংলাকে তিনি যে গুজরাত হতে দেবেন না পুরশুড়ার জনসভা থেকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। বলেন, "তোমরা যদি মনে করো গুজরাত বাংলা শাসন করবে, সেটা হতে দেব না। বাংলা বাংলাকেই শাসন করবে।" বিজপি-র বিরুদ্ধে ভোটে টাকা ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছেন মমতা। তিনি বলেন, "আমার সরকার কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, পথশ্রী, কর্মশ্রী করেছে। কিন্তু বিজেপি মানুষ খুন করেছে।"

জেলার আরামবাগ, খানাকুলে বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও বিজেপি-র বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মমতা। তবে তাঁর সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে অনেক কাজ করেছে বলেও দাবি করেন মমতা। সিপিএমের আমলে ওই সব এলাকায় যে হাল হত, এখন সেই পরিস্থিতি হয় না বলে উল্লেখ করেন। তাঁকে না জানিয়েই ঝাড়খণ্ড থেকে জল ছাড়া হত বলেও অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি লড়াই করেছেন এর জন্য। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে একটা 'মাস্টারপ্ল্যান' তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। আগামী দিন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন মমতা।

ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা রবিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

বিজেপির 'স্বপ্ন' অপূর্ণ থাকবে, খানাকুলের জনসভায় দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : এবারও বাংলার ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল। বিজেপির ক্ষমতায় আসার 'স্বপ্ন' অপূর্ণ থাকবে বলেই দাবি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার হুগলির খানাকুল থেকে তৃণমূল সুমো বলেন, "আগে ৫০ টা আসন পান।" লাগাতার পুলিশ বদলি প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে নিশানাও করলেন মমতা। যদিও এবার বাংলা জয় নিয়ে নিশ্চিত তৃণমূল-বিজেপি উভয় শিবিরই। বঙ্গ সফরে এসে নরেন্দ্র মোদি থেকে অমিত শাহ বারবার বলেছেন, দু'শোর বেশি আসন নিয়ে এবার বাংলার ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। আর সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি এই কথা বলেন।

বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় আগামী ৬ এপ্রিল খানাকুলে নির্বাচন। তার আগে রবিবার সেখানে জনসভা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেখানে তিনি বলেন, ক্ষমতায় আসা তো দূর অস্ত, ৫০ টি আসনও পাবে না বিজেপি। তাঁর কথায়, "আগে ৫০ টা আসন পান, পরে ২৯৪-এর স্বপ্ন দেখবেন।" এরপরই একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে নিশানা করলেন তিনি। নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুললেন মোদির বিরুদ্ধে। শনিবার হরিপালের সভা থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীকে কিষান সম্মান নিধির কৃষকদের তালিকা তৈরির পরামর্শ দিয়েছিলেন মোদি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ করলেন মমতা। তাঁর কথায়, "নির্বাচন চলাকালীন রাজ্যের কর্মীদের কোনও নির্দেশ দিতে পারেন না প্রধানমন্ত্রী।"

ভোটের মুখে একের পর এক আইপিএস অফিসার বদলি প্রসঙ্গে এদিন সরব হন মমতা। প্রশ্ন তোলেন, যাঁদের সরানো হচ্ছে, তাঁদের অপরাধ কী? তাঁরা কি দায়িত্ব পালনের যোগ্য নন? এরপরই কেন্দ্রকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "পরিকল্পনামাফিক আইপিএসদের সরিয়ে বিজেপির দালালদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভোট জিততেই এই কৌশল করছে বিজেপি।" এদিন ফের রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে মমতা বলেন, "বিজেপি অনেকভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করবে, তাতে গুরুত্ব দেবেন না। প্রয়োজনে মহিলাদের এজেন্ট করার পরামর্শ দেন তিনি। এমনকী ইভিএম পাহারার দায়িত্বও মহিলাবাহিনীর হাতে দেওয়ার কথা বলেন মমতা।

মাটির গন্ধ এবং সংস্কৃতির বাহক হচ্ছেন প্রবাসী রাজস্থানী, শেখাওয়াত

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানের নাগরিকরা যেখানে গিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের সংস্কৃতি এবং পরম্পরার সঙ্গে সব সময় নিজেদের যুক্ত রেখেছেন। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতিতেও রাজস্থানের কর্পোরেট জগত একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এছাড়া রাষ্ট্রের উন্নতির ক্ষেত্রেও রাজস্থানের মানুষেরা এবং সেখানকার পরিচালিত সামাজিক সংস্থাগুলিও এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারাই নিজস্ব নিজ ভূমির সুগন্ধ নিয়ে রাজস্থানের সংস্কৃতি এবং পরম্পরা বাহন করেছেন। এমনই বলেছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। রাজস্থান পরিষদ এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গত শনিবার ওসোয়াল ভবনে অখিল ভারতীয় মহেশ্বরী মহাসভায় ৭২তম রাজস্থান দিবস সমারোহ পালিত হয়। এই সমারোহে তিনি আরও বলেন, সরকার এখন দেশের উন্নতির জন্য সিএসআর চালু করেছে। কিন্তু রাজস্থানবাসীদের ডিএনএ-র মধ্যে এটা শুরু থেকেই রয়েছে। তিনি রাজস্থান পরিষদের কার্যকারিতার ভূয়ষী প্রশংসা করে হোলি এবং রাজস্থান দিবসের শুভকামনা জানান।

সমারোহে বিশিষ্ট অতিথি এবং রাজস্থান বিজেপির প্রদেশ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রেশ্বর জি বলেন, ভক্তি এবং শক্তির ধারা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে রাজস্থানের মাটি এবং সংস্কৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত রয়েছে যা ভারতবর্ষের বৈচিত্রের মধ্যে এক ঐক্য বিদ্যমান।

অখিল ভারতীয় মহেশ্বরী মহাসভার সভাপতি শ্যামসুন্দর সোনি নিজের সভাপতির ভাষণে বলেন, রাজস্থানের মানুষ শিল্প এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের সঙ্গে সঙ্গে সেবামূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য তিনি শুভেচ্ছা জানান। এছাড়া সমারোহের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন লোক প্রিয় গায়ক নবীন ব্যাস। স্বাগত ভাষণ দেন রাজস্থান পরিষদের সভাপতি শার্দুল সিং জৈন এবং অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অরুন প্রকাশ মল্লাবত।

নানুরে বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমাবাজি ও গুলি ছোড়ার অভিযোগ, অভিযুক্ত তৃণমূল

নানুর, ৪ এপ্রিল (হি.স.): তৃতীয় দফার নির্বাচনের আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বীরভূমের নানুর। নানুরে বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমাবাজি ও গুলি ছোড়ার অভিযোগ উঠল। এই অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। রবিবার সকাল থেকেই এই ঘটনায় চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। যদিও সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের যুক্ত থাকার কোনও তথ্যপ্রমাণ মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার বেশি রাতে বীরভূমের নানুরের গোপডিহি গ্রামে উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থীর প্রচারের আগে দলীয় কর্মীরা এলাকায় বৈঠক করছিল। বৈঠক থেকে ফেরার পথেই বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা হয়। তাঁদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। বন্দুকের বাঁট দিয়েও মারা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কারণ ভোটের আগে আগ্নেয়াস্ত্রের ছড়াছড়ি ও বোমার ব্যবহারের অভিযোগ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

এদিন বোমা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচজন দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নানুর থানার পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা অভিযোগ, রাতে প্রচার চলাকালীন তাদের কর্মীদের উপর বোমা নিয়ে হামলা চালায় বিজেপি। রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে নানুর থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

"ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি" : মমতা

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): লক্ষ্য বিধানসভার ভোট। ইতিমধ্যেই দু দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। তারই মাঝে শেষ মুহূর্তের সভা মিছিল মিটিং সারছে রাজনৈতিক দলগুলি। রবিবার আমতায় সভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপর সেখান থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে "ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি" কটাক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "বিজেপি জিতলে এনআরসি-এনপিআর করবে। ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি। টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে বিজেপি। ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি"।

"মমতার অভিযোগ খারিজ করেছে বাংলার মানুষই": কটাক্ষ শমীকের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি স): নির্বাচন কমিশননন্দীগ্রামের ভোট নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগ খারিজ করতেই সরব হল বিজেপি। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে "মমতার অভিযোগ খারিজ করেছে বাংলার মানুষই" বলে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা শমীকে ভট্টাচার্য।

নন্দীগ্রামের ভোটে একাধিক অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এদিন অভিযোগ খারিজ করে দেয় নির্বাচন কমিশন। এরপরেই এদিন মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে শমীকে ভট্টাচার্য আরও বলেন, "নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগ খারিজ করার আগে মানুষই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের কাছে পরিষ্কার নন্দীগ্রামে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। মানুষ তাদের মত প্রকাশের অধিকার ফিরে পেয়েছে"।

দমদমে বিজেপি প্রার্থী অর্চনা মজুমদারের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কলকাতা,৪ এপ্রিল (হি স): রাজ্য রাজনীতি উত্তাল একুশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। রবিবার দমদমে বিজেপি প্রার্থীকে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। এদিন উত্তর দমদমের বিজেপি প্রার্থী অর্চনা মজুমদারের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ উঠেছে রবিবাসরীয় প্রচারে পথে নেমেছিল উত্তর দমদম পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বড় ফিঙ্গা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী অর্চনা মজুমদার। কিন্তু প্রচারে নামলেও অর্চনা মজুমদারকে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আর সেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ, এদিন বড় ফিঙ্গা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী প্রচার করতে গেলেই তৃণমূল কর্মীরা ঘিরে ধরে। দুই পক্ষের বর্ষায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এর পরে ঘটনাস্থলে আসে নিমতা থানার পুলিশ। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিলেন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার দিল্লির এমস হাসপাতালে করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিলেন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। এদিন উপরাষ্ট্রপতি টুইট করে একথা বলেন। তিনি বলেন, আজ দিল্লির এমস হাসপাতালে করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণ করলাম। তিনি সকলকে পর্যায়ক্রমে টিকা নেওয়ার বার্তা দেন। দেশের কিছু কিছু জায়গায় করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু গত ১ মার্চ চেন্নাইয়ের একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নেন।

মাস্ক না পরলে শহরের রাস্তায় চলছে ধরপাকড়

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না শহরের। যত সময় বাড়ছে ততোই লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তবে, করোনা সংক্রমণ রুখতে এবার আরও কড়া কলকাতা পুলিশ। রবিবার থেকে মাস্ক না পড়লেই শহরের রাস্তায় ধরপাকড় চালানো শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ।

গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য অজানা ভাইরাস করোনা। ইতিমধ্যেই দেশ তথা রাজ্যজুড়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা সংক্রমণের নাজেহাল আমজনতা। তবে, সংক্রমণ রুখতে ক্রমাগত সাধারণ মানুষকে মাস্ক পরা নিয়ে সচেতন করা থেকে। মাস্ক বিলি থানা স্যানিটাইজেশন করছে কলকাতা পুলিশের তরফে। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, এরই মাঝে রবিবার মাস্ক না পরায় বাইক চালানোয় পাঁচটি বাইক আটক করা হয় কলকাতা পুলিশের তরফে।

প্রয়াত বর্ষীয়ান বলিউড অভিনেত্রী শশীকলা

মুম্বই, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : বলিউডে ফের শোকের ছায়া। প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী শশীকলা ওমপ্রকাশ সায়গল। তিনি শুধুমাত্র শশীকলা নামেই বেশি পরিচিত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। বার্ধক্যজনিত কারণেই মুম্বইয়ের কোলাবায় মৃত্যু হয় শশীকলার।

১৯৩২ সালে সোলাপুরের একটি মরাঠী পরিবারে জন্মেছিলেন শশীকলা। ১০০টিরও অধিক হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন অভিনেত্রী। অভিনয় দক্ষতায় মুগ্ধ করেছেন দর্শকদের। জিতেছেন একাধিক পুরস্কার।'ডাকু', 'রাস্তা', 'কভি খুশি কভি গম'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি।

২০০৪ সালে অক্ষয় কুমার, প্রিয়ঙ্কা চোপড়া এবং সলমন খান অভিনীত 'মুঝসে শাদি করোগি' ছবিতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। 'বাদশাহ' ছবিতে শাহরুখ খানের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি, এ ছাড়াও ১৯৫৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'তিন বাত্তি চার রাস্তা' এবং ১৯৬৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'তিন বহুরানিয়াঁ' তাঁর কেরিয়ারের উল্লেখযোগ্য ছবি। এ ছাড়াও 'আয়ি মিলন কা বেলা', 'গুমরাহ্', 'সুজাতা', 'আরতি'র মতো ছবিতে কাজের জন্যও প্রশংসিত হয়েছিলেন অভিনেত্রী। শুধু বড় পর্দাতেই নয়, ছোট পর্দাতেও একাধিক কাজ করেছিলেন শশীকলা। 'সোনপরি', 'জিনা ইসি কা নাম হ্যায়'-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের জন্য ২০০৭ সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মান প্রদান করা হয় তাঁকে।

করোনায় আক্রান্ত বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা

মুম্বই, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমারের পর এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন আরেক বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা আহুজা। রবিবার অভিনেতা নিজেই টুইট করে এই খবর জানিয়েছেন। তিনি টুইটারে বলেন, এই মুহূর্তে তিনি নিজেকে বাড়িতেই আইসোলেশনে রেখেছেন। তিনি আরও বলেন, অত্যন্ত সতর্কতা মেনে চলা সত্বেও দুর্ভাগ্যক্রমে গোবিন্দা আহুজা কোভিড-১৯ পজিটিভ। শরীরে কোভিড-১৯ র লক্ষণ সামান্য রয়েছে। এদিন তাঁর স্ত্রী সুনিতা আহুজা অনুরোধ করেছেন, সম্প্রতি যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা যেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেন এবং কোভিদ পরীক্ষা করার অনুরোধও তিনি জানিয়েছেন।

অবশেষে রাজ্যে হানা দিল কালবৈশাখী জেলাগুলিতে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): পূর্বাভাস মিলিয়ে অবশেষে রাজ্যে হানা দিল কালবৈশাখী। রবিবার একযোগে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ব্যাপক তাণ্ডব চালাল ঝড়-বৃষ্টি। সঙ্গে ব্যাপক বজ্রপাতের খবর এসেছে একাধিক জায়গা থেকে। কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর দিয়ে ছিল বায়ুর সম্মিলন ক্ষেত্র। পশ্চিমি শুষ্ক বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছিল দক্ষিনা আর্দ বাতাসের। তবে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে সঞ্চিত শক্তির পরিমান কম থাকায় গরম পড়লেও ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল না। রবিবার সঞ্চিত শক্তির মাত্রা নির্ধারিত স্তর ছাড়াতেই দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া হয়ে ঝাড়খন্ড ও ওড়িশার পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী জেলাগুলির আকাশে বিশাল মেঘকোষ তৈরি হয়। সেই মেঘকোষ ক্রমশ এগোচ্ছে পূর্ব, উত্তরপূর্ব দিকে।

বীরভূমের আকাশে মেঘকোষের আকার ছিল সব থেকে বড়। যার জেলে ওই জেলা ও লাগোয়া মুর্শিদাবাদে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে হয়েছে ব্যাপক বর্জপাত। ইতিমধ্যে পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়ায় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সন্ধ্যার পর পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়ায় ঝড় বৃষ্টি হবে। কালবৈশাখির সম্ভাবনা রয়েছে ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরেও।

মেঘকোষগুলি শক্তি ধরে রাখতে পারলে সন্ধ্যা ৭টার পর কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির ওপর দিয়ে বয়ে যাবে কালবৈশাখী। সঙ্গে হতে পারে শিলাবৃষ্টি ও বর্জপাত। ঘণ্টায় ৫০ — ৬০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে হাওয়া। ঝড়বৃষ্টি হলে এক ধাক্কায় তাপমাত্রা অনেকটা কমবে। তবে সোমবার সকালে সূর্য উঠলেও ফিরবে আর্দতাজনিত অস্বস্তি।

উল্লেখ্য, গত প্রায় ১ সপ্তাহ ধরে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পার করেছে। প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করেই চলছে ভোটপ্রচার। অবশেষে চৈত্রের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন রাজ্যের কয়েকটি জেলার বাসিন্দা। কারন রবিবার বিকেলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় হানা দিল কালবৈশাখী।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিক্ষা গ্রহণে শিশুর অক্ষমতা বোঝার উপায়

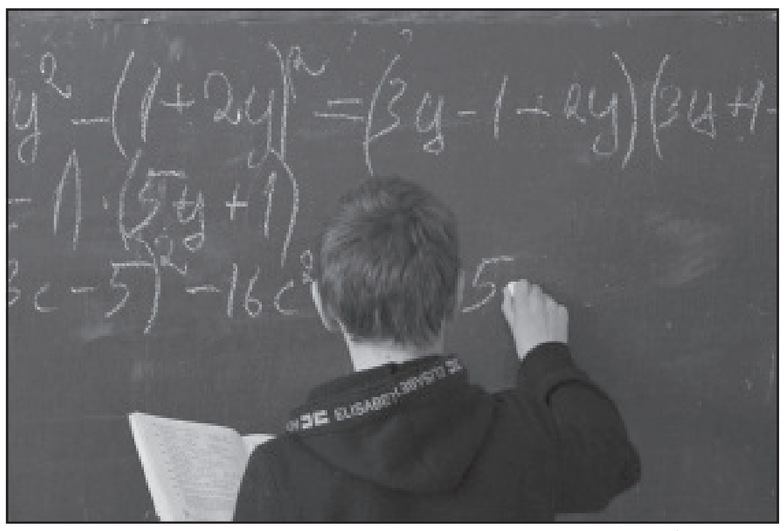

'ডিসকালকুলিয়া' সমস্যা থাকলে শিশুর কোনো কিছু শিখতে বা বুঝতে সমস্যা হয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় 'ডিসকালকুলিয়া' এক ধরনের শেখার অক্ষমতা। এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণ উপায়ে যে কোনো সংখ্যাযুক্ত তথ্য কিংবা পদ্ধতি শিখতে, বুঝতে ও রপ্ত করতে পারেনা।

ফলে যেকোনো হিসাব, সংখ্যার ক্রম ও গাণিতিক যুক্তি তাদের বুঝতে সমস্যা হয়। পাশাপাশি একটি সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি সংখ্যার সম্পর্ক, সাংকেতিক চিহ্ন, দিক নির্দেশনা, সময় দেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয় অস্বাভাবিক মাত্রায়।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো বিস্তারিত।

লক্ষণ স্বাভাবিক যেকোনো হিসাব বুঝতে না পারার সমস্যার তীব্রতা নির্ভর করবে এর কারণ এবং যিনি পারছেন না তার বয়সের ওপর। বিভিন্ন বয়সে শিশুদের মাঝে 'ডিসকালকুলিয়া'র লক্ষণ বিভিন্ন হতে পারে।

স্কুলের আগে: দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সিদের অক্ষরজ্ঞানে হাতেখড়ি হয়। 'ডিসকালকুলিয়া'র সমস্যা থাকলে এসময় শিশুর ১ থেকে ১০ গুনতে অস্বাভাবিকমাত্রায় সমস্যা দেখা দেবে। এই সমস্যা ১০০ পর্যন্ত গুনতে না পারা পর্যন্তও গড়াতে পারে।

অনেকগুলো বস্তু একটি একটি করে গুনতে অসুবিধা হতে পারে। সেই সঙ্গে একই সংখ্যক বস্তুর একাধিক সমষ্টিকে একটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় এই ধারণা তাদের বুঝতে অসুবিধা দেখা দেবে।

যেমন- পাঁচ সংখ্যাটি দিয়ে পাঁচটি আঙুল, পাঁচটি কলা, পাঁচটি কুকুর এই সবগুলোকেই চিহ্নিত করা যায় সেটা তারা ধরতে পারে না। এক থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখতে বা চিনতে সমস্যা হয়। আবার সংখ্যার ক্রমানুসারে গোনার সময় কিছু সংখ্যা বাদ পড়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকার অবস্থায়: ছয় থেকে ১৩ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে সমস্যার চেহারা পাল্টায়। দুই, পাঁচ ও ১০ এর ঘরের সংখ্যাগুলো গুনতে সমস্যা হয়। মনে মনে অঙ্ক কষতে পারে না। যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ ইত্যাদির চিহ্নগুলো চিনতে পারে না। একটি সংখ্যা থেকে আরেকটি সংখ্যা ছোট কিংবা বড় এই বিষয়টা মাথায় আসে না। সাধারণ যোগ যেমন- ১০ এর সঙ্গে ১০ যোগ করলে ২০ হয়, এটা তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় আবার পাঁচের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে যদি ১০ হয়, তবে ১০ থেকে পাঁচ বাদ দিয়ে পাঁচ হবে, এই সম্পর্ক তারা বুঝতে পারেনা।

ডান, বাম চিনতেও অসুবিধা হতে পারে। সংখ্যাভিত্তিক যেকোনো খেলা তারা এড়িয়ে চলবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়: এই সময়ে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ করতে তাদের অস্বাভাবিক ধরনের অসুবিধা দেখা যায়। মানচিত্র, তালিকা, গ্রাফ ইত্যাদি তারা বুঝতে পারেনা। দৌড়ানো, যানবাহন চালানো ইত্যাদি যেসব কাজে গতি ও দূরত্বের আন্দাজ থাকা জরুরি সেই কাজগুলোতে তারা প্রচণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

রোগ চেনার উপায়

সব লক্ষণ বাবা-মা কিংবা অভিভাবকদের চোখে নাও পড়তে পারে। তাই সন্দেহ হলে প্রথমেই সন্তানের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। পেশার খাতিরে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমায় একজন শিশুর কতটুকু জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক সেটা শিক্ষকরাই ভালো জানবেন। 'ডিসকালকুলিয়া'তে আক্রান্ত সব শিশুর লক্ষণ পুরোপুরি এক হবে না। তাই সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতেই হবে। গুনতে না পারাই এই রোগ চিহ্নিত করার প্রধান উপায়। বিভিন্ন আকার-আকৃতি চেনা এবং আঁকতে পারা অঙ্কের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই স্মৃতি থেকে কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি আঁকতে পারছে কি-না সেটাও 'ডিসকালকুলিয়া' চেনার একটি পদ্ধতি। এমন আরও বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমেই বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন শিশুর এই সমস্যা আছে কি-না, আর থাকলে তার তীব্রতা কতটুকু।

ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজনীয়তা

ভিটামিনের অভাব পূরণের জন্য 'সাপ্লিমেন্ট' প্রায় সকলের কাছে সহজ একটা উপায় হিসেবে পরিচিত। আর মানুষ এটাও ভেবে নেয় যে প্রয়োজন না থাকলেও কোনো পুষ্টি উপাদানের 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কখনই ক্ষতিকর নয়।

'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়ার এই হুজুগের মাঝে অন্যতম হল ভিটামিন ই।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিকাল স্কুলের পরিসংখ্যান বলে, ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মানুষের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রতিদিন ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন। তবে তা উপকারের চাইতে তাদের ক্ষতিই করে বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞদের দাবি, "ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' সচেতনভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। এর স্বাস্থ্যগত উপকারিতার পেছনে শক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা নেই বললেই চলে। উল্টা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর।"

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'য়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অংশ ভিটামিন ই: গমের অঙ্কুর থেকে তৈরি তেল, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, পার্সলে, অ্যাভোকাডো, কুমড়ার দানা, সূর্যমুখীর বীজ, পালংশাক ইত্যাদিসহ আরও অনেক খাবার থেকে ভিটামিন ই মেলে। এই ভিটামিনটি মূলত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ঘরানার।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফল হেলথ (এনআইএইচ)'য়ের 'অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের ভাষ্যমতে, "অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'য়ের কাজ হল 'ফ্রি র‍্যাডিক্যাল' বা মুক্ত মৌলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরের কোষকে রক্ষা করা। এই মুক্ত মৌলই দায়ী ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো দূরারোগ্য ব্যাধির জন্য।"

ভিটামিন ই একটি একক বস্তু নয়, একাধিক উপাদানের সমষ্টি, যা অসংখ্য উদ্ভিজ্জ খাবারে পাওয়া যায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ১৫ গ্রাম ভিটামিন ই প্রয়োজন। আর তার সবটুকুই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস থেকে সহজেই যোগান দেওয়া সম্ভব।

অপরিদিকে, ভিটামিন সি শরীরে সংরক্ষণ হয় না। তবে ভিটামিন ই'য়ের সেই সমস্যা নেই। দৈনিক ভিটামিন ই'য়ের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর অবশিষ্টটুকু তাৎক্ষণিত শরীর জমা করে রাখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য।

অতিরিক্ত ভিটামিন ই: এনআইএইচ'য়ের অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের মতে, ভোজ্য উৎস থেকে অতিরিক্ত ভিটামিন ই শরীরের জমা হলে সমস্যা হয় না। তবে উৎস যদি 'সাপ্লিমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন।

অতিরিক্ত ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট করে, ফলে সামান্য কাটাছড়ায় প্রচুর রক্তপাত হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ একদিনে সর্বোচ্চ ১০০০ মি.লি. গ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন ই গ্রহণ করতে পারেন কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। এর বেশি হলে সমস্যা হবে তার উৎস যাই হোক না কেনো।

আবার 'সাপ্লিমেন্ট' থেকে ভিটামিন ই আসলে এই সর্বোচ্চ মাত্রার নিচেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এক গবেষণায় দেখা যায়, যেসব পুরুষ কয়েক বছর ধরে প্রতিদিন ১৮০ মি.লি.গ্রাম 'সিনথেটিক' ভিটামিন ই গ্রহণ করেছেন, তাদের 'প্রস্টেট ক্যান্সার'য়ের ঝুঁকি অন্যান্যদের তুলনায় কয়েকগুন বেশ ছিল।

ওষুধের সঙ্গে বিক্রিয়া: এনআইএইচ'য়ের দাবি, ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' বিভিন্ন ওষুধের সঙ্গে মিলে ওই ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করা কিংবা পার্শ-প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যেমন- 'অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট' ও 'অ্যান্টিপ্লেটলেট' ধরনের ওষুধের সঙ্গে মিলে ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করে রক্তপাতের মাত্রা বাড়ায়। আবার অন্যান্য 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' নিষ্ক্রিয় করতেও সক্ষম ভিটামিন ই'য়ের 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'। কেমোথেরাপি ও অন্যান্য রেডিয়েশন থেরাপি'য়ের কার্যকারিতাও কমায় ভিটামিন ই। ভিটামিন ই'য়ের অভাব দুর্লভ ঘটনা এই ভিটামিনটি এতো বেশি খাবারে পাওয়া যায় যে এর অভাব তৈরি হওয়ার ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। আর একই কারণে এই ভিটামিনের 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার পরামর্শ খুব কমই দেন বিশেষজ্ঞরা।

যারা গ্রহন করেন, বেশিরভাগই নিজের সিদ্ধান্তে। প্রয়োজন নেই তারপরও ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কতটুকু ক্ষতিকর বা আদৌ ক্ষতিকর কি-না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতান্তর আছে।

আর শুধু ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'ই নয়, যেকোনো ভিটামিন 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার আগে এমনকি যে কোনো ওষুধ সেবনের আগে তা প্রয়োজন আছে কি-না সে ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ওজন কমাতে সকালে দুবার জলখাবার

সকালের নাস্তায় দিনের অন্যান্য বেলার খাবারের তুলনায় ভারী ও পুষ্টিকর খাবার বেছে নেওয়াকে স্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ এতে বিপাকক্রিয়ার গতি বাড়ে, লম্বাসময় পেট ভরা থাকে এবং চর্বি ও ক্যালরি খরচের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

এই ধারনা অনুসরণ করতে অনেকেই সকালে দুইবার নাস্তা খান অনেকেই। ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই হালকা কিছু থেকে সামান্য হাঁটাহাঁটি বা 'জগিং' করে এসে আবার ভারী নাস্তা খাওয়া হয়। এতে সকালের খাবারটা ভারী হয়।

স্বাস্থ্য ও ওজন নিয়ন্ত্রণের উপর এর সার্বিক প্রভাব সম্পর্কে জানানো হলো খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে: যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অফ কানেটিকাট'য়ের বিশেষজ্ঞরা ১২টি বিদ্যালয়ের ৬শ' শিক্ষার্থীকে নিয়ে দুই বছর ধরে গবেষণা চালান এই বিষয় সম্পর্কে জানতে।

পুরো সময় ধরে তাদের খাদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে বেরিয়ে আছে দৈনিক খাবার গ্রহণের ছয়টি ভিন্ন অভ্যাস। সেগুলো হল- সকালের নাস্তা বাদ দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকাবস্থায় অনিয়মিতভাবে খাওয়া, ঘরে খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় না থাকা, বিদ্যালয়ে থাকাকালে অতিরিক্ত খাওয়া, বাসায় উল্টোপাল্টা খাওয়া এবং সকালে দুইবার জলখাবার খাওয়া।

গবেষকদের দাবি, সকালে হালকা কিছু খাওয়ার মাধ্যমে বিপাকক্রিয়া সক্রিয় হয়। এরপর এক থেকে দুই ঘণ্টা বিরতির দিয়ে আরেকবার ভারী নাস্তা খেলে দুপুরের খাবার খাওয়া আগ পর্যন্ত ক্ষুধা অনুভূত হয় না। পাশাপাশি উল্টোপাল্টা 'স্ন্যাকস' খাওয়া ইচ্ছা দেখা দেয় না বললেই চলে। আর গবেষণার শেষে দেখা যায়, যারা সকালের দুবার লজখাবার খায় তাদের তুলনায় যারা সকালে একেবারেই কিছু খায় না তাদেরই দীর্ঘমেয়াদে ওজন বেড়ে ছে বেশি।

দুইবার নাস্তা খাওয়া সঠিক উপায় প্রথম নাস্তা খেতে হবে ঘুম থেকে ওঠার এক ঘণ্টার মধ্যে। এরপর বেরিয়ে যেতে পারেন শরীরচর্চায়। হাঁটাহাঁটি, দৌড়ানো, 'স্ট্রেচিং', 'কার্ডিও' ব্যায়ামই যথেষ্ট এসময়। তবে ভারী ব্যায়ামও করতে পারেন। শরীরচর্চা শেষে হাতমুখ ধুয়ে এবার বসতে হবে মূল সকালের নাস্তায়। শরীরচর্চা এ সময় ক্ষুধা তৈরি করবে। ফলে সকালের খেতে ইচ্ছা না হওয়ার সমস্যাটা থাকবে না। মূল নাস্তায় প্রোটিনের মাত্রা বেশি রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। আসলে বিষয় হল সকালে দুইবার খাওয়া ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ উপকারী হওয়া সম্ভব যদি তা সঠিকভাবে এবং নিয়মিত মেনে চলা হয়। এখানে অবশ্যই খাবারের পরিমাণের দিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকতে হবে। খাবারের তালিকা খুব বেশি জটিল করা যাবে না। 'লিন প্রোটিন' বা চর্বি হীন মাংস, ভোজ্য আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ খাবারগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর সকালের ভারী খাওয়ার পর দুপুর ও রাতের খাবারের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ক্ষুধা নেই, তবে মজার খাবার পেয়ে জোর করে দুপুরে কিংবা রাতে বেশি খেলে সবই হবে পণ্ডশ্রম।

ইলেক্ট্রোলাইট পানীয়র উপকারিতা

শরীরের তাপমাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, মেজাজ ভালো করা, স্মৃতিশক্তি বাড়ানো ইত্যাদি নানাবিষয়ের মূলে আছে শরীরের আর্দতা বজায় রাখা, অর্থাৎ পর্যাপ্ত পানি পান করা। তবে সেই পানিতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যোগ করলে উপকারিতা কী বাড়ে?

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এই বিষয়ে বিস্তারিত।

ইলেক্ট্রোলাইট কী? এটি খনিজ উপাদানের সমষ্টি। যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি বহন করে। দৈনিক যে খাবার ও পানীয় আমরা গ্রহণ করি সেখানে থেকেই শরীর 'ইলেক্ট্রোলাইট'য়ের যোগান পায়। যে খনিজগুলো থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় সেগুলো হলো পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। শরীরের বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার হয় এই 'ইলেক্ট্রোলাইট'। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শরীরে পানি ও অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজার রাখা, বিভিন্ন কোষের মধ্যে পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেওয়া এবং সেখান থেকে বর্জ্য অপসারণে সহায়তা করা, স্নায়ু, পেশি, হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্রম অক্ষুণ রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত কোষের ক্ষয়পূরণ করা। শরীরচর্চার শক্তি যোগাতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যুক্ত পানীয় বেশ জনপ্রিয়। কারণ শারীরিক পরিশ্রম এবং ঘামের কারণে দেহ থেকে এই উপাদান বেরিয়ে যায়। আর শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে হলে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকতেই হবে। হাঁটা, শ্বাস-প্রশ্বাস, হাসি এমনকি চিন্তা করার জন্যও 'ইলেক্ট্রোলাইট' প্রয়োজন। যেভাবে পানিতে মেশানো হয় পানিতে বিদ্যুতায়িত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম মিশিয়ে তৈরি হয় 'ইলেক্ট্রোলাইট ওয়াটার'। 'মিনারেল ওয়াটার' ও 'অ্যালকালাইন ওয়াটার' নামেও এটি পরিচিত।

উপকারিতা শক্তি যোগায়: শরীরচর্চার সময় ঘামের সঙ্গে যে পানি বেরিয়ে যায় তা পূরণ করতে বাড়তি তরল গ্রহণ করতে হয়। শরীরের স্বাভাবিক পানির মাত্রা থেকে এক বা দুই শতাংশ কমে গেলেই শক্তি কমতে থাকে। ঘামের সঙ্গে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং 'ইলেক্ট্রোলাইট'ও বেরিয়ে যায়। তাই শরীরচর্চার সময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত পানি পান করলে শরীর অবসাদগ্রস্ত হবে না। হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, পেশি ও শরীরের অন্যান্য কার্যক্রম সক্রিয় থাকবে। 'হিট স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমায়: গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বাইরে চলাফেরার সময় রোদে ত্বক পুড়ে যাওয়া থেকে 'হিট স্ট্রোক' পর্যন্ত সব ঝুঁকিই থাকে। ত্বকের লোপকূপ আর ঘামের মাধ্যমে শরীর তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে অতিরিক্ত গরমের কাছে শরীরের এই জৈবিক প্রক্রিয়া হার মানতে পারে। আর তখনই নানান ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রচুর পানি পানের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সঙ্গে 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকলে আরও ভালো। তবে চা, কফি ইত্যাদি 'ক্যাফেইন'যুক্ত পানীয় এক্ষেত্রে সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। রোগ নিরাময়ে সহায়ক: ডায়রিয়া, বমি ইত্যাদি সমস্যায় শরীর প্রচুর পানি ও 'ইলেক্ট্রোলাইট' হারায়। তাই এসময় প্রচুর পানি ও তরল খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়পূরণ করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। অন্যান্য পানীয় ও তরল খাবারের পাশাপাশি এসময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানি পান করাও হবে বেশ উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে শুধু 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত পানি কিংবা পানীয় এসময় যথেষ্ট নয়। স্নায়বিক কার্যক্রমে ভূমিকা: শরীরের আর্দতা সামান্য কমলেই মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা, মনযোগ, সতর্কতা ইত্যাদি দুর্বল হতে থাকে। সোডিয়াম স্নায়ু কোষে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করে যা বিভিন্ন স্নায়ুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রথম ধাপ। পটাসিয়ামের কাজ হল স্নায়ুকোষকে 'নিউট্রালাইজ' করা বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাতে সেখানে পুনরায় বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হতে পারে। ম্যাগনেসিয়ামের কাজ হল এই বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চালন নিরবিচ্ছিন্ন রাখা। ঘরেই যেভাবে 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানি তৈরি করা যায় একটি বড় গ্লাসে এক চা-চামচের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ লবণ, একই পরিমাণ লেবুর রস, দেড় কাপ নারিকেল পানি আর দুই কাপ সাধারণ পানি একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানীয়। স্বাদ বাড়াতে তাতে যোগ করতে পারেন মধু।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন?

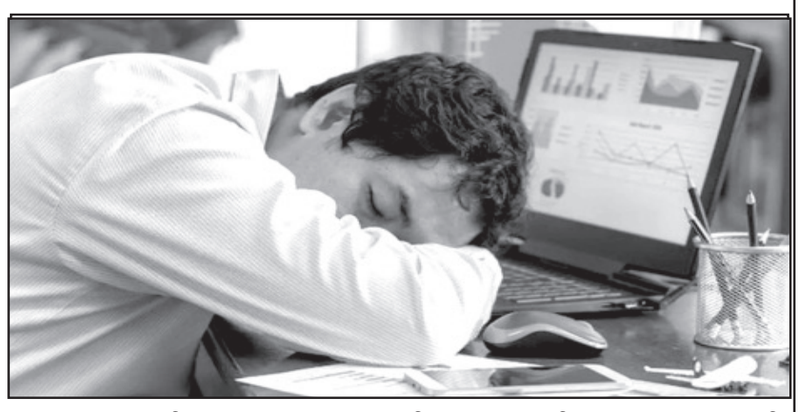

পাহাড় প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে। চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন। দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।

শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন। অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান। কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান। এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই।

মানবী সোশ্যাল অর্গানাইজেশন পরিচালিত মহিলা উৎসব ও বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু ৫১৩জনের, দেশে একদিনে করোনার আক্রান্ত ৯৩,২৪৯ জন

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনা সংক্রমণের ক্রমেই ঊর্ধমুখী। শনিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩,২৪৯ জন। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫১৩ জনের।
রবিবার সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯৩ হাজার ২৪৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা আগের দিনের থেকে কয়েক হাজার বেশি। আপাতত দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫০৯ জন। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আপাতত মোট মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬২৩ জন। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫১৩ জনের।তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেশের পজিটিভিটি রেট গত কয়েকদিনে ৪.১১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪.৪৮ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। যা আরও চিন্তা বাড়াচ্ছে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের।
পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনামুক্ত হয়েছেন ৬০ হাজার ৪৮ জন। যা দৈনিক আক্রান্তের থেকে অনেক অনেক কম। যার ফলে দেশের মোট অ্যাকটিভ কেস একধাক্কায় বেড়ে দাঁড়াল ৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৫৯৭ জন। দেশে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ কোটি ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার ২৮৯ জন। এখনও পর্যন্ত দেশে মোট টিকা পেয়েছেন ৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৫১ জন।

ভারতে ২৪.৮১কোটির উর্ধে করোনা-টেস্ট, ফের বাড়ল সংক্রমণের হার

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে ২৪.৮১-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা।
রবিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ এপ্রিল সারা দিনে ১১,৬৬,৭১৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৪, ৮১২৫,৯০৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩, ২৪৯ জন।
ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৩২,৬৮৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬০,০৪৮ জন। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৬৪,৬২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩২ শতাংশ)।
বিগত ২৪ ঘন্টায় একলাফে মৃত্যু হয়েছে ৫১৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ১৬,২৯,২৮৯ জন (৯৩.১৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩২,৬৮৮ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৬,৯১,৫৯৭ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৫.৫৪ শতাংশ)।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত সিতাই, জখম ৫জন

সিতাই, ৪ এপ্রিল (হি.স.): রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হল কোচবিহার। শনিবার গভীর রাতে জেলার সিতাই বিধানসভার পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পানাগুড়ি গ্রামে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয়পক্ষের ৫ জন কর্মী জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
ঘটনায় তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে দোষ চাপিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে। তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত বর্মন বলেন, 'আমাদের দলের কর্মীরা ভোটের প্রচার সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা অতর্কিতে হামলা চালায়। এতে আমাদের ২ জন কর্মী জখম হয়েছেন।'
অন্যদিকে, বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি দিবাকর রায় পালটা বলেন, 'তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে আক্রমণ চালিয়েছে। এতে আমাদের ৩ জন কর্মী জখম হয়েছেন।'
এদিকে, সংঘর্ষে জখম প্রত্যেককেই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এলাকায় প্রচুর সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

''যে সব কালকুশলীরা তৃণমূলের পতাকা নিয়ে স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে হেঁটেছে তাঁরা পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন'': বাবুল

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি. স.): ফের তৃণমূলকে একহাত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র। রবিবার টালিগঞ্জে প্রচার শেষে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে, ''যে সব কালকুশলীরা তৃণমূলের পতাকা নিয়ে স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে হেঁটেছে তাঁরা পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন'' এমনটাই দাবি করেন বাবুল সুপ্রিয়।
এই প্রসঙ্গে বাবুল সুপ্রিয় আরও বলেন, ''স্বরূপ বিশ্বাস যে আমায় ক্ষমা চাইতে বলছেন এটা একটা কমেডি শো-এর মত। ওঁনারা সারা বছর সন্ত্রাস করেন। ভোটের সময় আমাদের ভয়ে কমেডি শো করছেন। কলা-কুশলীদের ধমকে-চমকে রাস্তায় বের করেছেন। যাঁরা ওঁনাদের সঙ্গে হেঁটেছেন তাঁরাই আগে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে পদ্মফুলে ভোট দেবেন''। -হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল / কাকলি

এবার করোনা আক্রান্ত বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার

মুম্বই, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : এবার করোনা আক্রান্ত হলেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার। রবিবার সকালে নিজেই টুইট করে এ কথা জানিয়েছেন তিনি। আপাতত নিভৃতবাসে রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও করাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন অক্ষয়। টুইটে তিনি লিখেছেন, 'সকলকে জানাতে চাই যে, আজ রবিবার সকালেই আমার কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। সমস্ত রকম কোভিডবিধি মেনে নিজেকে একেবারে আলাদা করে রেখেছি। এখন নিভৃতবাসে আছি। চিকিৎসা চলছে'। অক্ষয় আরও লেখেন, 'আমার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা অবশ্যই কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নিন। নিজের প্রতি খেয়াল রাখুন'। খুব শীঘ্রই তিনি কাজে ফিরবেন বলেও জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, 'রামসেতু' ছবির শুটিংয়ের জন্য অযোধ্যায় ছিলেন অক্ষয়। শনিবারও শুটিং চলেছে ছবির। রবিবার কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ায় আপাতত শুটিং থেকে বিরতি নিতে হল তাঁকে।

প্রচারে গিয়ে হামলার মুখে পায়েল সরকার

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি স): ইতিমধ্যেই দু দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। এখনও বাকি ছয় দফা। যার জন্য প্রচার চালাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। এরই মাঝে রবিবার প্রচারে গিয়ে হামলার মুখে পরলেন বিজেপি প্রার্থী পায়েল সরকার।
চলতি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে বেহালা পূর্ব কেন্দ্র থেকে লড়ছেন পায়েল সরকার। রবিবাসরীয় সকালে প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বেহালা পূর্বের বিজেপি প্রার্থী পায়েল সরকার। অভিযোগ, পায়েল সরকারকে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা ঠাকুরপুকুর থানার অন্তর্গত চেকপোস্টে আক্রমণ করে। যা ঘিরে রণক্ষেত্র চেহারা নেয় বেহালা। ইতিমধ্যে বিজেপির তরফে ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

কয়লাকান্ডে গ্রেফতার বাঁকুড়া থানার আইসি

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : কয়লাকান্ডে ইডির জালে এবার পুলিশ আধিকারিক। গ্রেফতার হলেন বাঁকুড়া থানার আইসি অশোক মিশ্র। কয়লাকান্ডে রাজ্য পুলিশের আধিকারিককে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। দিল্লি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কয়লাকান্ডের অন্যতম মাথা বিনয় মিশ্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এই অশোক মিশ্র। পুলিশের সঙ্গে টাকা লেনদেনের দায়িত্বে ছিলেন অশোক বলে ইডি সূত্রে খবর। অশোকের গাড়িতেই পাচারের টাকা কলকাতায় আসত। সূত্রের খবর ২০২০ সালের গত এপ্রিল মাসে অশোক ও বিনয়ের সাক্ষাত হয়। দেশ ছাড়ার আগে অশোকের সঙ্গে দেখা করেন বিনয় বলে জানাচ্ছে ইডি। এদিকে, কয়লা কান্ডে লালাকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে খবর। সোমবার লালাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সিবিআইয়ের তরফে। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদে অশোক মিশ্রের ভূমিকা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হবে বলে সিবিআই সূত্রে খবর।
বিধানসভা ভোটের মুখে গরু ও কয়লা পাচার কান্ড নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে সিবিআই। ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তে যুব তৃণমূল নেতা বিনয় মিশ্রের নাম উঠে এসেছে তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে। এরপর থেকে একাধিকবার বিনয়কে তলব করা হলেও জেরার মুখোমুখি হয়নি সে। এমনকি যুব তৃণমূল নেতা বিনয় মিশ্রের ভাই বিকাশ মিশ্রকেও তলব করা হয়। এমনকি লুক আউট নোটিশ জারি করে সিবিআই।

প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী

কলকাতা,৪ এপ্রিল (হি স): ফের শোকের ছায়া টলিপাড়ায়। প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। রবিবার ভোর রাতে না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী।
গত বছরের শেষেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সেই শোক কাটতে না কাটতেই প্রয়াত হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী দীপা চট্টোপাধ্যায়। জানা যাচ্ছে, রবিবার ভোর রাতে এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীর। মৃত্যুকালে দীপা চট্টোপাধ্যায়ের বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। কিডনি বিকল হওয়ার জেরেই মৃত্যু হয়েছে তার। এদিন কেওরাতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য হওয়ায় কথা দীপা চট্টোপাধ্যায়ের।

নিমতিতা কাণ্ডে ফের তলব সুতির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইমানি বিশ্বাসকে

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : নিমতিতা বিস্ফোরণ-কাণ্ডে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এবার ফের তলব করল সুতির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইমানি বিশ্বাসকে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে তদন্তকারীদের সামনে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর ভোটের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। তারই মাঝে ফের জেরার মুখে পড়তে চলেছেন তিনি।
এর আগে গত ১৮ মার্চ ইমানিকে জেরা করেন তদন্তকারীরা। সে বার দু'দফায় প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জেরা করা হয়। তবে সে বার ইমানির কথায় তদন্তকারীরা 'সন্তুষ্ট' হতে পারেননি বলে জানা যায়। তাই নির্বাচনের মধ্যেই ফের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হল তাঁকে।
প্রসঙ্গত, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে নিমতিতা স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী জাকির হোসেন। এখনও চিকিৎসাধীন তিনি। সেই ঘটনায় সুতিরই বাসিন্দা আবু সামাদ এবং শহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে সিআইডি। পরে তদন্তভার যায় এনআইএ-র হাতে। জানা যায়, মন্ত্রী ট্রেন ধরবেন জেনে আবুই প্ল্যাটফর্মে বিস্ফোরক ভর্তি ব্যাগ রেখে দেন। তাঁর সঙ্গে পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন শহিদুল। ধৃতদের বয়ানের ভিত্তিতে ইমানিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিস পাঠায় এনআইএ। নিমতিতা কাণ্ডে ইমানির কী ভূমিকা থাকতে পারে, তা যদিও এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু জাকির এবং ইমানি দু'জনেই ঔরঙ্গাবাদের বাসিন্দা। দু'জনেই বিড়ি কারখানার মালিক। তবে একই দলে থাকলেও, দুই নেতার মধ্যে সম্পর্ক 'আদায় কাঁচকলায়'। যদিও এ নিয়ে তৃণমূল শিবির কোনও মন্তব্য করেনি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কয়লা, গরু পাচারের ৯০০ কোটি টাকা ভাইপোর কাছে গিয়েছে , সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনের আবহে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, '' সরকারি মদতে কয়লা দুর্নীতি হয়েছে। বিনয় মিশ্রের সঙ্গে তৃণমূলের যোগসাজশ রয়েছে। বিনয় মিশ্র সম্পর্কে চুপ তৃণমূল। ৯০০ কোটি টাকা ভাইপোর কাছে পৌঁছে দেন বিনয় মিশ্র। ধৃত বাঁকুড়া থানার আইসি অশোক মিশ্র টাকা পৌঁছে দিতেন। পুলিশের একাংশ এই চক্রে জড়িত। মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। মমতাই প্রধান কর্মকর্তা।'' তৃণমূলের ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরকেও টাকা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু।
শুভেন্দুর আরও অভিযোগ, '' ২০১৩ সালে বিনয়কে যুব-র সহ সভাপতি করেন ভাইপো। এই দুর্নীতির শেষ হওয়া দরকার। গণেশ

বাগারিয়া, বিনয় মিশ্রের অডিও ভাইরাল হয়েছে।'' বিজেপি নেতা অমিত মালব্যর দাবি, ''অভিষেককে মাসে পাচারের ৪০ কোটি টাকা দেওয়া হত।'' তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, ''আমি মানতেই পারি না যে মুখ্যমন্ত্রী এসব কিছু জানেন না। আমরা এই পাপের ভাগী হতে চাই না। তাই বেরিয়ে এসেছি।'' শুভেন্দু আরও বলেন, ''দিদি যখন পিসি হয়ে গিয়েছেন, আমরা তখন ছেড়ে এসেছি। আমরা ল্যাম্পপোস্ট হয়ে গিয়েছিলাম। গোটা রাজ্য একা উনি চালাচ্ছেন।''
প্রসঙ্গত, কয়লা পাচারকাণ্ডে ভোটের মুখে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। যা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে। অভিষেকের শ্যালিকাকেও এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ভোটের আগে এই দুর্নীতিকাণ্ডে অতীতেও শুভেন্দু উল্লেখ্য, কয়লা কেলেঙ্কারিতে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিককে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রবিবার বাঁকুড়া থানার আইসি অশোক মিশ্রকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়লা কাণ্ডে সরাসরি যুক্ত ছিলেন ওই পুলিশ আধিকারিক। কলকাতা থেকে এদিন গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। জানা গিয়েছে, শনিবার ইডি দফতরে তলব করা হয়েছিল অশোক মিশ্রকে। বহুক্ষণ তাঁকে জিজ্ঞাসবাদ করা হয়। তারপরেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। সূত্রের খবর, আপাতত তাঁকে জেরা করে কয়লাকাণ্ডে কীভাবে টাকা পাচার হত এবং সেই টাকা কাদের কাছে যেত, এই তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে ইডি। কয়লাকাণ্ডে আরও কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত রয়েছে সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শান্তিপূর্ণ ভোট চাইলেন প্রদ্যুৎ। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এ দাবি তুলে ধরেন। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, নির্বাচনের দিন যাতে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারে। সেই ব্যবস্থা করার। তিনি এখন পর্যন্ত কোন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলেন নি বলে দাবি করেন। তিনি বলেন দলের দাবি নিয়ে দল এগুচ্ছে। তবে কোন কমিউনিটি বিরুদ্ধে নয় বলে জানান। আরো বলেন, পাতাল কন্যাকে তিপরা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এডমেনিসটেরেটিভ ভাগ দেওয়া হবে। এমনটাই বললেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। পাশাপাশি জয় নিয়ে আশা ব্যক্ত করেন। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

তেলিয়ামুড়ায় লরি দূর্ঘটনাগ্রস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। যান দুর্ঘটনার কবলে এক পেঁয়াজ বোঝাই দূরপাল্লার লরি। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৩৪ মাইল এলাকায়। শনিবার রাতের কোন এক সময়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বহিঃ রাজ্য থেকে একটি দূরপাল্লার লরি পেঁয়াজ নিয়ে আগরতলার দিকে যাওয়ার পথে মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৩৪ মাইল এলাকায় রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে যায়। এতে করে রাস্তার পাশে থাকা একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা দেয় এবং ওয়াটার সাপ্লাইয়ের পাইপ লাইনে ফাটল ধরে যায়। যদিও ভাগ্যের জোরে চালক এবং সহ চালক প্রাণে বেঁচে যায়। তারা বর্তমানে সুস্থ রয়েছে।

জিবি বাজারে রাস্তায় অসহায় মহিলার কান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। জিবি বাজার এলাকায় অসহায় এক মহিলা রাস্তায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় জিবি বাজার ৭৯ টিলার বাসিন্দা আশিষ রায়ের বাড়িতে চড়াও হয়ে কিছু দুষ্কৃতী ঘর ভাঙচুর করেছিল। আজ আবারোও বাড়ির লোকজনদের কিছু না জানিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল, লেকট্রিন, ভাঙ্গা হয়।যদিও পরিবারের লোকজন কাল ডিমারকেশন রিপোর্ট হাতে পায়।। আর আজ এই ঘটনার পরও পুলিশ এখন অব্দি আসেনি।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

এ ডি সি নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে প্রাণহানির ঘটনা থেমে নি।যখন এখন দেখার বিষয় মা বাবার কান্না তেলিয়ামুড়া করিৎকর্মা পুলিশ বাবুদের নজরে পড়ে কিনা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অর্ধ শতাব্দীর বেশী কাল কর্মরত কর্মীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া ডিভিসিতে

বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল (হি.স.): মৃত্যুর দিন পর্যন্ত একটানা ৫২ বছর কাজ করার পর রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ডিভিসির নিষ্ঠাবান কর্মী পরিমল দুবে। একটানা অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে কর্মরত পরিমল দুবে এক নজির সৃষ্টি করে ৭৬ বছর বয়সে আজ সকালে দূর্গাপুরের এক বেসরকারী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

যেখানে ৬০ বছর বয়সে অবসর নেওয়ার নিয়ম সেখানে পরিমল দুবে কিভাবে ৭৬ বছর বয়স পর্যন্ত কর্মজীবন কাটালেন? সে প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকল্প প্রধান সঞ্জয় কুমার ঘোষ বলেন, ডিভিসির ৭৪ বছরের ইতিহাসে বিরলতম এই ঘটনা। পরিমল দুবে মেকানিক্যাল অপারেটর হিসেবে ১৯৬৭ সালে ডিভিসিতে যোগ দেন। তাঁর কর্মজীবনের দক্ষতার জন্য তাকে সেরা কর্মীর পুরস্কার দেওয়া হয় বেশ কয়েকবার। সেটাও ডিভিসির ইতিহাসে নজির গড়েছে। ২০০৫ সালে তিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অবসর নেন। অকৃতদার এই মানুষটি কর্মক্ষেত্রকে এতটাই ভালবেসে ছিলেন যে, ডিভিসিকেই তার পরিবার ভাবতেন। অবসর নেওয়ার পর তিনি একদিনও কর্মস্থল ছাড়তে চাননি। অবৈতনিক কর্মী হিসেবে পুনর্নিয়োগের আবেদন জানালে কর্পোরেশন তাকে ১ টাকা মাইনে দিয়ে পুনর্নিয়োগ করে। মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পে তিনিই একমাত্র কর্মী যিনি নির্মাণ কাজের সময় থেকে এখনও কর্মরত ছিলেন। অবসর নেওয়ার শেষ ১৬ বছর তিনি বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়াদের ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর প্রশিক্ষক ছিলেন।

বিশালগড়ে জাতীয় সড়কে ডিভাইডার ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। সরকারি সম্পত্তির উপর দুষ্কৃতী হামলা যেন কিছুতেই পিছু পা হচ্ছে না বিশালগড় থানাধীন হরিশ নগর সহ আশপাশ এলাকায়। গত ৩১ শে মার্চ চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের পর এবার জাতীয় সড়কের মাঝখানে বসানো ডিভাইডার ভেঙ্গে ফেলে দিল দুস্কৃতিকারীরা। শনিবার রাতের কোন এক সময় জাতীয় সড়কে তাণ্ডব চালায় দুর্বৃত্তের দল। রবিবার সকালে সবার নজরে আসে ঘটনাটি। যদিও কোন এক অদৃশ্য শক্তির ভয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে কেউ দুঃসাহস দেখায় নি। বিশালগড় থানা এলাকায় সরকারি সম্পত্তির উপর এ ধরনের আক্রমণ দীর্ঘদিন যাবৎই চলে আসছে। কিন্তু বিশালগড় এর থানা বাবুদের এসমস্ত ঘটনার বিরুদ্ধে কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করত দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে প্রশ্ন উঠছে বিশালগড়ে নৈশকালীন পাহারা নিয়েও।

দুর্গাপুরে জলকষ্টে নাকাল বাসিন্দাদের পথ অবরোধ, বালতি বাজিয়ে প্রতিবাদে সামিল বিজেপি প্রার্থী

দুর্গাপুর, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ”জল নাই জল চাই, বাংলার মেয়ে জবাব দাও”। এই শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবাদে উত্তাল হল শিল্পশহর। তিনমাস ধরে চরম জলকষ্টে নাকাল এলাকাবাসী প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করল। বালতি, হাড়ি বাজিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিল। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর পুরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডের পশ্চিমাপল্লী এলাকায়। বালতি বাজিয়ে এলাকাবাসীর প্রতিবাদে সামিল হলেন দুর্গাপুর পুর্বের বিজেপি প্রার্থী দীপ্তাংশু চৌধুরী।

উল্লেখ্য, দুর্গাপুর পুরসভার ২৩ ও ২৪ নং ওয়ার্ড মুলত এমএএমসি টাউনশিপে বি-ওয়ান, বি-টু, পশ্চিমপল্লী, মামড়া বাজার এলাকা। বেশীরভাগ সব এমএএমসির আবাসন। অভিযোগ, গত তিনমাস ধরে এমএএমসি বি-ওয়ান, বি-টু, পশ্চিমপল্লী এলাকায় চরম জলকষ্ট। সারাদিন একবার জল দেয় তাও পর্যাপ্ত নয়। আবাসনের পাইপে নীচের তলায় জল সামন্য আসলেও, ওপরের তলায় সেটাও পৌঁছায় না। আবার পশ্চিমপল্লী এলাকায় একটিমাত্র ট্যাপকল থাকলেও মিনিট দশেক জল দেয়। লম্বা লাইনে সব বাসিন্দাদের জল সবদিন জোটে না বলে অভিযোগ। জলকষ্টে নাকাল এলাকাবাসীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে। রবিবার টাউনশিপের এক রাস্তায় হাড়ি বালতি নিয়ে অবরোধ করে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। শুধু তাই নয় খালি হাড়ি, বালতি বাজিয়ে প্রতিবাদের শ্লো-গান তোলে। অবরোধকারীরা মুখে শ্লো-গান তোলে, ”জল নাই, জল চাই বাংলার মেয়ে জবাব দাও”। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে অবরোধ। ক্ষুব্ধ বাসিন্দা প্রিয়া রায়, ববিতা সিং প্রমুখ জানান,’গত তিনমাস জলকষ্ট। সারাদিনে একবার জল দেয়। তাও আবার ১০-১৫ মিনিট। প্রায় দু’শ পরিবার, একটি মাত্র ট্যাপকল। চরম সমস্যায় পড়তে হয়। স্থানীয় কাউন্সিলারকে বহুবার জানিয়েছি। কোন সুরাহা হয়নি। এলাকাতে রয়েছে জলের ট্যাঙ্কি। সেখান থেকে গোটা টাউনশিপে জলের জোগান যায়। প্রদীপের নীচে অন্ধকার জগতের মত আটকে রয়েছি। জল ছাড়া সংসারের রান্না, স্নান সব অসম্ভব। বিকল্প কোন জলের ব্যাবস্থাও নেই। তাই প্রতিবাদে অবরোধ।’ বাসিন্দারা জানান,’ জলকষ্ট না মিটলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।” এদিকে ওই রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল দুর্গাপুর পুর্বের বিজেপি প্রার্থী দীপ্তাংশু চৌধুরী। এলাকাবাসীর বিক্ষোভে আটকে পড়ায় নেমে পড়েন। জলকষ্টের অভিযোগ শুনে নিজেও প্রতিবাদে সামিল হয়। অবরোধকারীদের সঙ্গে বালতি বাজিয়ে রাজ্য সরকার ও পুরসভার জল পরিষেবা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন।

তিনি বলেন,’ তৃণমূল বলছে বাংলার মেয়েকে চাই। আর দুর্গাপুর বাংলার মা”য়েরা তিনমাস ধরে জলকষ্টে। তার খোঁজখবর দিদিমনি রাখেনি। গত একমাসে দু-দুবার শহরে এসে নির্বাচনী প্রচার করছেন। একবারও এইসব মা”য়েদের আর্তনাদ তিনি শোনেনি। এটা লজ্জার। তৃণমূল সরকারের নুন্যতম জল পরিষেবা দিতে ব্যার্থ। আজকের ঘটনা সেটাই প্রমান করে।’ তিনি আরও বলেন,’ দুর্গাপুরের কাউন্সিলাররা ইলেকশনে জেতেনি। নিজেদের সিলেকশেন কাউন্সিলার হয়েছেন। গা”য়ের জোরে, বাইরে থেকে গুন্ডা নিয়ে এসে রিগিং সন্ত্রাস করে, ভোট লুট করে ক্ষমতায় এসেছেন। সাধারন মানুষের দুঃখ, দুর্দশা কি বোঝবেন তারা? খোঁজ খবর রাখে না কাউন্সিলার। মানুষ এবার তার জবাব দেবে।’

যুবতী খুন, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। কাঞ্চনপুরে নিহানবতী রিয়াং হত্যা মামলায় পুলিশ প্রদীপ ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি ছাওমনুতে। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল কাঞ্চনপুরের সাংহাটি ইকো পার্কে ওই যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতার বাবা সচিন্দ্র রিয়াং কাঞ্চনপুর থানায় একটি হত্যা মামলা লিপিবদ্ধ করেন। এরই প্রেক্ষিতে পুলিশ আজ প্রদীপ ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করেছে।

ইস্টার সানডে পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে গির্জায় গির্জায় সকাল থেকে ভিড় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের। রবিবার হচ্ছে ইস্টার সানডে অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রিস্টের পুনরুদ্ধার দিবস। রাজ্যের বিভিন্ন গির্জার ন্যায় রাজধানীর মরিয়মনগর চার্চেও দিনটি পালন করা হয়। এইদিন সকাল থেকে মরিয়মনগর চার্চে ভিড় জমায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা। রীতি মেনে চার্চে সকলে প্রার্থনা করে। প্রভু যিশু প্রথমবার আবির্ভাবের পর অত্যাচারিত হয়ে ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে চলে যান। পরবর্তী সময় এইদিনে প্রভু যিশুর পুনরুদ্ধার হয়েছে বলে বিশ্বাস খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের। সেই বিশ্বাস থেকে এই দিনটিকে ইস্টার সানডে হিসাবে পালন করা হয়।

ছত্তিশগড়ে শহিদ

● প্রথম পাতার পর

পারেন শাহ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসমের ভোটের প্রচার ছেড়ে ফিরে এলেও অসমে প্রচারে ব্যাস্ত ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বাঘেলকে আক্রমণ বিজেপির। এদিন ভূপেশ বাঘেলকে তোপ দাগলেন অসমের বিজেপি সাংসদ দিলীপ সাইকিয়া। আগামী ৬ এপ্রিল (মঙ্গলবার) অসমে তৃতীয় তথা শেষদফার ভোটগ্রহণ। সেজন্য রবিবার বিকেলে শেষ হবে প্রচার-পর্ব। তার আগে মঙ্গলদইয়ের বিজেপি সাংসদ বলেন, ‘যখন জওয়ানরা প্রাণ হারিয়েছেন, তখন অসমে ভোটপ্রচারে ব্যস্ত আছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। উনি সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে এখানে থাকছেন এবং সরকারি ব্যবস্থার অপব্যবহার করছেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা উচিত নির্বাচন কমিশনের।’ সঙ্গে বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেন, ‘জওয়ানদের হত্যার ঘটনাকে ভ্রূক্ষেপ করেন না বাঘেল। ছত্তিশগড়ের প্রতি দায়িত্ব পূরণ না করে কংগ্রেস নেতা অসমে থাকছেন।’

যদিও বাঘেল জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যায় রাজ্যে ফিরবেন তিনি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেছেন। রবিবার সকালেই রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছেন সিআরপিএফের ডিজি কুলদীপ সিং ছত্তিশগড়ে পৌঁছে গিয়েছেন। উদ্ধারকাজের উপর নজর রাখবেন। একইসঙ্গে বাঘেলের কথায়, ‘চার ঘণ্টা সুরক্ষা বাহিবী এবং মাওবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই চলে। মাওবাদীদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমাদের জওয়ানদের আত্মবলিদান বৃথা যাবে না।’

ছত্রিশগড়ের বিজাপুরে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে ২২ জন সেনা জওয়ানের শহিদ হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গতকালই শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছত্রিশগড়ের ঘটনায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনি বলেন, ”আমি গভীরভাবে শোকাহত। শহিদদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। গোটা দেশের মানুষ ঘটনায় মর্মাহত এবং শহিদের আত্মত্যাগ কোনদিন ভোলা সম্ভব নয়।”

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, পুরো ঘটনায় গত সন্ধ্যাতেই টুইট করে শোক প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, “এই বীর জওয়ানদের বলিদান কখনও ভোলা যাবে না।”আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

পাশাপাশি এদিন মৃত জওয়ানদের আত্মত্যাগকেও সম্মান জানিয়েছেন টুইট করেন অমিত শাহ। টুইটারে তিনি লেখেন, ‘ছত্তিসগড়ে মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত জওয়ানদের আত্মবলিদানকে শ্রদ্ধা জানাই। দেশ তাঁদের অবদান কখনও ভুলবে না। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।’

হাহাকার

● প্রথম পাতার পর

আধা মাইল পর্যন্ত চওড়া হয়ে গেছে। অনেক আগে একটি জলের পাম্প হাউস ছিল কিন্তু বালি মাফিয়ারা বালি নিয়ে যাওয়ার ফলে নদী ভাঙ্গনের সময় সেই পাম্পাস ভেঙ্গে পড়ে। আর তখন থেকেই সম্পূর্ণভাবে জলের সমস্যায় পড়তে হয়েছে ৫নং ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দাদের। নদীর দক্ষিণ পাশে গিয়ে দেখা গেল অবৈধভাবে কয়েকটি বালি তোলার মেশিন বসানো আছে সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে রাস্তার পাশের বালি মাফিয়াদের ধারায় পৌঁছে যাচ্ছে নদীর বালি। স্থানীয়দের অভিযোগ বিষয়টি কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ কুমার মজুমদার কে অনেকবার জানানোর পরেও দেব দিচ্ছি বলে কাটিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বন দপ্তরের কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানিয়েছেন এসব বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে বন দফতরের কর্মীরা কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করছেন না কেননা বন দফতরের কর্মীরা প্রতিবছর বালি মাফিয়াদের কাছ থেকে ব্যাগভর্তি মোটা অংকের কোটি কোটি টাকার প্রণামী পেয়ে যাচ্ছেন যার ফলে বন দফতরের কর্মীরা চোখে কাপড় বেঁধে বসে রয়েছেন। অভিযোগ এই বালি মাফিয়াদের মেশিনের মাধ্যমে বালি তোলার কারণেই এলাকার মানুষ জলের অভাবে ফসল ফলাতে পারছেনা এবং এই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মরুভূমির রূপ ধারণ করতে চলেছে। এলাকাবাসীর দাবি খুব শীঘ্রই যেন সরকার এই এলাকাতে পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এখন দেখার বিষয় হল এলাকার সাধারণ মানুষের দাবি সরকারের কাছে কতটুকু পৌঁছায়। কাঞ্চনমালা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট।

হকাররা

● প্রথম পাতার পর

করে নেয়। তাদের বক্তব্য শকুন্তলা রোডে তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অন্যান্য বছরের ন্যায় ব্যবসা করবে। কারন তারা ঋন নিয়ে পোশাক সহ অন্যান্য সামগ্রী আমদানি করেছে ব্যবসা করার জন্য। ব্যবসা করতে না পারলে আর্থিক ভাবে ক্ষতির সন্মুখিন হবে তারা। ঋনের টাকা পরিশোধ করতে পারবে না তারা। তাদের প্রশ্ন মিটিং মিছিল সহ বড় বড় শপিং মল গুলি চলছে। এতে করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ না হলে তাদের ক্ষেত্রে কেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের যুক্তি দেখানো হচ্ছে।

তৈরী আছেন গণদেবতা

● প্রথম পাতার পর

বুঝতে পেরেছেন এডিসি এলাকার উন্নয়নে একমাত্র ভরসা বামফ্রন্ট। যে যে এলাকায় বামফ্রন্টের প্রার্থী প্রচারে গেছেন মানুষ সাদরে গ্রহন করেছেন। রাজ্য তথা এডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন এর স্বার্থে বরাবরের মত এবারও ১১ মহারানীপুর তেলিয়ামুড়া আসনে বাম প্রার্থীই জয়ী হবেন। আমাদেরকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে প্রার্থী ঝর্না দেববর্মা এবং অন্যান্য নেতাদের পাশে রেখে কথাগুলি বলছিলেন সি পি আই এম জেলা নের্তৃত্ব অরুন দেববর্মা। মোদ্দা কথা আসন্ন নির্বাচনে তেলিয়ামুড়া মহারানীপুর আসনে বামফ্রন্টের নবাগতা প্রার্থী ঝর্না দেববর্মা যে অন্যান্যদের রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন এটা হলফ করেই বলা যায়।

জমজমাট নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে ১১ মহারানীপুর তেলিয়ামুড়া আসনেও সমাপ্ত হল নির্বাচনের সরব প্রচার। প্রচারের শুরুটা যদি বিজেপি আই পি এফ টি জোটের নামে হয় তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে প্রচারের শেষ বেলায় রীতিমত জনজোয়ার তৈরী করল তিপ্রা মথা।

সরব প্রচারের শেষ দিন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের নের্তৃত্বে প্রার্থী কমল কলই এর সমর্থনে আয়োজিত জমায়েত থেকে আওয়াজ উঠল গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের স্বার্থে এডিসিতে এবার তিপ্রা মথার জয় অবশ্যম্ভাবী।

সকাল সকাল সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে হাজার হাজার উদ্বেলিত জনতার সম্মিলিত আওয়াজ বারবার তিপ্রা মথার স্বপক্ষে জনতার রায় থাকছে বলে ঘোষনা করতে থাকেন।

এত বিরাট সংখ্যক জন সমর্থন দেখে উৎসাহিত আর উদ্বেলিত মহারাজ বলছিলেন দীর্ঘদিনের বঞ্চনার এবার অবসান হবে। সার্বিক স্বার্থে জনজাতিদের উন্নয়ন এর লক্ষ্যেই এবার তিপ্রা মথার নের্তৃত্বে এডিসি প্রশাসন গঠিত হবে বলে প্রদ্যুৎ কিশোর দৃপ্তভাবে ঘোষনা দেন। মহারাজ এই কেন্দ্রের প্রার্থী কমল কলই এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন কমল কলইদের মত শিক্ষিত আর তরুনদের হাত ধরেই আগামীদিনে জনজাতি সহ রাজ্য বাসীর সার্বিক উন্নয়ন সংগঠিত হবে।

এদিনের জমকালো জনসভা গতকালকের মুখ্যমন্ত্রীর রোডশোর বদলা বলে মনে করছেন একাংশ রাজনৈতিক মহল।

এদিনের জনসভায় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর ছাড়াও প্রার্থী কমল কলই সহ অন্যান্যরা আলোচনা করতে গিয়ে তিপ্রা মথার প্রার্থীরা বিপুল ভোটে প্রতিটি কেন্দ্রে জয়ী হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এবারের নির্বাচনে ১১ তেলিয়ামুড়া মহারানীপুর আসনে তিপ্রা মথার প্রার্থী কমল কলই এর জন ভিত্তি অনেকটাই মজবুত বলে আপাত প্রচার কর্মসূচি নির্দেশ করছে। বিশেষ করে আজকের জনসমাবেশ প্রকৃতভাবেই অন্যান্য প্রতিদ্বন্ধিদের তুলনায় আনারস চিহ্নের কমল কলই অনেকটাই এগিয়ে বলে ধারনা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের।।

প্রচারে বাধা বিজেপি প্রার্থীকে

● আটের পাতার পর

বিধানসভা নির্বাচন পাখির চোখ তৃণমূল-বিজেপি উভয়ের কাছে। বিনা লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও রাজি নয় কোনও দল। ফলে দু’দলের তাবড় তাবড় নেতারা কার্যত প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সভা করছেন। রবিবার সাতগাছিয়ায় সভা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে বিজেপিকে একহাত নিলেন তিনি। অভিযোগ করলেন, বিজেপি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনওক্রমে বাংলার দায়িত্ব পেলেও প্রতিশ্রুতি পূরণ তারা করবে না। অভিষেকের দাবি, ভোটে কারচুপির উদ্দেশেই আট দফায় ভোট করানো হচ্ছে বাংলায়। হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, “১০ দফায় ভোট করলেও কোনও লাভ করতে পারবে না বিজেপি। বাংলার মানুষ বিজেপির দফারফা করে দেবে। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে যুব তৃণমূল সভাপতি এদিন ফের বলেন, “তৃণমূল ২৫০ আসন পাবেই।”

পিছিয়ে ছিলেন না বিজেপি নেতারাও। রবিবার ইকোপ্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন,” কার হাত পা ভেঙেছে সেটা সবাই দেখে নিয়েছে। যারা নিজের পায়ে হাঁটতে পারে না তারা আবার অন্যের হাত পা কি করে ভাঙবে। বাচ্চাদের মতো কথাবার্তা সেটার কোন গুরুত্ব নেই। তৃণমূলকে বিদায় করবে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবে। তাই তারা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথ পাহারা দিচ্ছেন। নির্বাচন কমিশন খুব একটিভ আছে তারা অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নিচ্ছে। আর যে সমস্ত পুলিশ অফিসাররা এখনো চামচাগিরি করছে তাদেরকে সরানো হচ্ছে।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তারই মাঝে ফের তৃণমূলকে একহাত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র। এদিন টালিগঞ্জে প্রচার শেষে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে ”যে সব কালকুশলীরা তৃণমূলের পতাকা নিয়ে স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে হেঁটেছে তাঁরা পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন” এমনটাই মন্তব্য করেন বাবুল সুপ্রিয়। এই প্রসঙ্গে বাবুল সুপ্রিয় আরও বলেন, ”স্বরূপ বিশ্বাস যে আমায় ক্ষমা চাইতে বলছেন এটা একটা কমেডি শো-এর মতো। ওঁনারা সারা বছর সন্ত্রাস করেন। ভোটের সময় আমাদের ভয়ে কমেডি শো করছেন। কলা-কুশলীদের ধমকে-চমকে রাস্তায় বের করেছেন। যাঁরা ওঁনাদের সঙ্গে হেঁটেছেন তাঁরাই আগে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে পদ্মফুলে ভোট দেবেন”।

আবার তারই মাঝে শেষ মুহূর্তের প্রচারে গিয়ে হামলার মুখে পরলেন বিজেপি প্রার্থী পায়েল সরকার। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে বেহালা কেন্দ্র থেকে লড়ছেন পায়েল সরকার। রবিবাসরীয় সকালে বেহালা পূর্বের বিজেপি প্রার্থী পায়েল সরকার প্রচারে বেরিয়ে বিক্ষোভের মুখে পরে। অভিযোগ, পায়েল সরকারকে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা ঠাকুরপুকুর থানার অন্তর্গত চেকপোষ্টে আক্রমণ করে। যাও ঘিরে রণক্ষেত্র চেহারা নেয় বেহালা। ইতিমধ্যে বিজেপির তরফে ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রাজ্য রাজনীতি উত্তাল একুশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর কড়া নজর একুশের নির্বাচনের দিকেই। কিন্ত তারই মাঝে শেষ মুহুর্তের প্রচার মিছিল মিটিং সারছে রাজনৈতিক দলগুলি। এরই মাঝে রবিবার দমদমে বিজেপি প্রার্থীকে প্রচারে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে রবিবাসরীয় প্রচারে পথে নেমেছিল উত্তর দমদম পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বড় ফিঙ্গা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী অর্চনা মজুমদার। কিন্তু প্রচারে নামলেও অর্চনা মজুমদারকে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আর সেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ, এদিন বড় ফিঙ্গা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী প্রচার করতে গেলেই তৃণমূল কর্মীরা ঘিরে ধরে। দুই পক্ষের বর্ষায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এর পরে ঘটনাস্থলে আসে নিমতা থানার পুলিশ। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।সব মিলিয়ে তৃতীয় দফা নির্বাচনের শেষদিনের প্রচার বেশ জমজমাট ছিল।

ক্রীড়াঙ্গন

করোনায় আক্রান্ত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের দেবদত্ত পাড়িক্কল

যত দিন যাচ্ছে, আইপিএলের উপর করোনার থাবা বেড়েই চলেছে। অক্ষর পটেল এবং চেন্নাই সুপার কিংসের এক সদস্যের পর এ বার করোনায় আক্রান্ত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের দেবদত্ত পাড়িক্কল। রবিবার আরসিবি-র তরফে এ খবর জানানো হয়েছে। আপাতত গোটা দলের থেকে আলাদা হয়ে নিভৃতবাসে রয়েছেন পাড়িক্কল।কর্নাটকের এই ব্যাটসম্যানের চোট বিরাট কোহলীর দলের কাছে বিরাট ধাক্কা। গত বার ভাল ছন্দে ছিলেন পাড়িক্কল। ১৫ ম্যাচে ৪৭৩ রান করেছিলেন। ওপেন করতে নেমে মাথা ঠান্ডা রেখে তাঁর ইনিংস নজর কেড়ে নিয়েছিল কোহলীর। ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তিনি।কোভিড হওয়ার ফলে অন্তত দুটি ম্যাচ খেলতে পারবেন না পাড়িক্কল।

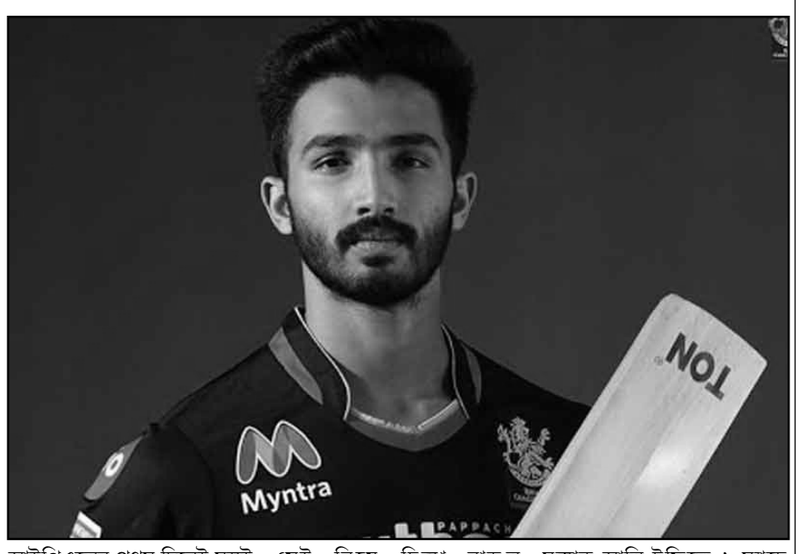

আইপিএলের প্রথম দিনেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে নামছে আরসিবি। পাড়িক্কল না থাকায় কাকে দিয়ে ওপেন করাবেন, সেই নিয়ে চিন্তা বাড়ল কোহলীর। চলতি বছর দুটি ঘরোয়া প্রতিযোগিতাতেই ভাল খেলেছেন পাড়িক্কল। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ৬ ম্যাচে ২১৮ রান করেছেন। বিজয় হজারে ট্রফিতে ৭ ম্যাচে ৭৩৭ রান করেন। গড় ছিল ১৪৭.৪০।

হাঁটুর চোটে গোটা প্রতিযোগিতা থেকেই ছিটকে গেলেন রিঙ্কু সিংহ

আইপিএল শুরু হওয়ার আগেই আচমকা দুঃসংবাদ কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে। হাঁটুর চোটে গোটা প্রতিযোগিতা থেকেই ছিটকে গেলেন রিঙ্কু সিংহ। পরিবর্ত হিসেবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের প্রাক্তন ক্রিকেটার গুরকিরত সিংহ মনকে সই করাল কেকেআর। তাঁকে মূল দাম ৫০ লক্ষ টাকাতেই কেনা হয়েছে।২০১৭-এ আইপিএলে অভিষেক হয় রিঙ্কুর। এখনও পর্যন্ত মোট ১১টি ম্যাচ খেলেছেন।

কেকেআরের হয়ে নিচের দিকে নেমে ঝোড়ো ইনিংস খেলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে দলের ভারসাম্যের কারণেই প্রত্যেক ম্যাচে সুযোগ পেতেন না। গুরকিরত ২০২০ আইপিএলে খেলেছেন আরসিবি-র হয়ে। এ বার নিলামের আগে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।গত বার কেকেআরের হয়ে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছিলেন রিঙ্কু। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে ১১ রান করেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি খেলেন উত্তর প্রদেশের হয়ে। গুরকিরত আরসিবি-র হয়ে গত বার আটটি ম্যাচ খেলেছেন। মোট ৭১ রান করেছেন। আইপিএলে তাঁর অভিষেক ২০১২-তে তৎকালীন কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের হয়ে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও পঞ্জাবের হয়েই খেলেন তিনি। ১১ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ কেকেআরের।

বিপক্ষ ফুটবলারকে লাথি মেরে লাল কার্ড দেখলেন নেমার

দু'মাস পরে প্যারিস সঁ জঁ-র হয়ে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। প্রথম ম্যাচেই বিপক্ষ ফুটবলারকে লাথি মেরে লাল কার্ড দেখলেন নেমার। ম্যাচের শেষ দিকে এই ঘটনা ঘটে। লিল-র কাছে ০-১ ব্যবধানে হেরে গিয়েছে পিএসজি, যা তাদের লিগ ওয়ান জেতার স্বপ্নে জোর ধাক্কা দিয়েছে। অন্যদিকে, লিভারপুল ইপিএলে ৩-০ হারিয়েছে আর্সেনালকে।ম্যাচের ২০ মিনিটে লিলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন জোনাথন ডেভিড। বাকি ৭০ মিনিটে সমতা ফেরানোর গোল খুঁজে পায়নি পিএসজি। প্রথমার্ধেই বিপক্ষের বেঞ্জামিন আন্দ্রের মুখে আঘাত করে হলুদ কার্ড দেখেন নেমার।

খেলা শেষের কিছুক্ষণ আগে তিয়াগো জালোকে বল ছাড়াই লাথি মারেন। রেফারি দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে বের করে দেন নেমারকে। উল্লেখ্য, চলতি লিগে মার্সেইয়ের বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখে নির্বাসিত হয়েছিলেন ব্রাজিলীয় তারকা।ইপিএল ধরে রাখার সম্ভাবনা কার্যত নেই লিভারপুলের। প্রথম চারে যাতে শেষ করা যায় তার অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছেন য়ুর্গেন ক্লপের ছেলেরা। শনিবার তাদের তিনটি গোলই এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে। পরিবর্ত হিসেবে নামার তিন মিনিটের মধ্যে গোল করেন দিয়োগো জোটা। চার মিনিট পরে দ্বিতীয় গোল মহম্মদ সালাহর। ৮১ মিনিটে দলের তৃতীয় এবং নিজের দ্বিতীয় গোল জোটার। জিতে পাঁচে উঠে এল লিভারপুল। চতুর্থ স্থানে থাকা চেলসির থেকে মাত্র দু'পয়েন্টে পিছিয়ে তারা।

বড়সড় চোটের থেকে বাঁচলেন দীনেশ কার্তিক

চোট পেয়ে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন রিঙ্কু সিংহ। তবে তার আগেই বড়সড় চোটের থেকে বাঁচলেন দীনেশ কার্তিক। অনুশীলন ম্যাচে অল্পের জন্য আন্দ্রে রাসেলের মারা দ্রুতগতির শট তাঁর মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।একদিন আগেই রাসেলের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন কার্তিক। কিন্তু এ ভাবে যে রাসেলের মারমুখী মানসিকতার মুখোমুখি হতে হবে সেটা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি।

নিভৃতবাস পর্ব কাটিয়ে মুম্বইয়ের ডি ওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে নাইটরা। সেখানেই চলছিল অনুশীলন ম্যাচ। ব্যাট করছিলেন রাসেল। উল্টো দিকে দাঁড়িয়েছিলেন কার্তিক। ১৩

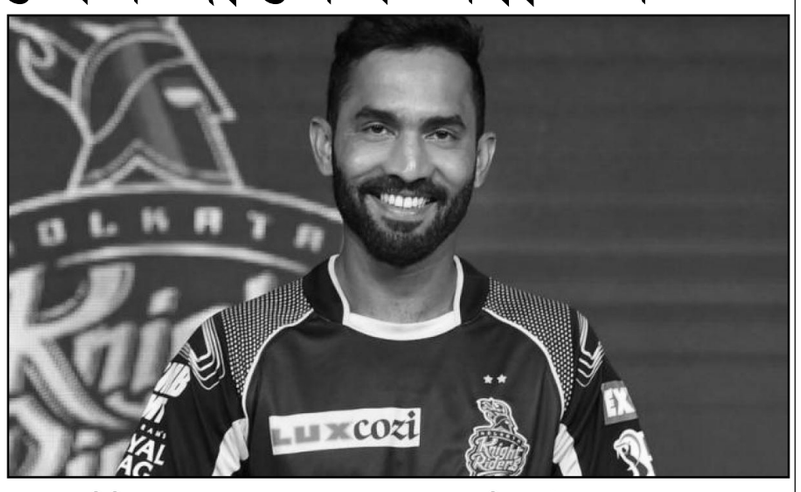

সেকেন্ডের ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, শরীরের সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে শট মারলেন রাসেল। সেকেন্ডের ভগ্নাংশেরও কম সময় ছিল কার্তিকের সামনে। কোনওমতে মাটিতে বসে পড়ে তিনি মাথা বাঁচান। ধারাভাষ্যকার তখন বলছিলেন, "অসাধারণ একটা শট দেখতে পেলাম আমরা।

চমকে দিলেন ইটালীয় কিশোর ইয়ানিক সিনার

চমকে দিলেন ইটালীয় কিশোর ইয়ানিক সিনার। সবে টেনিস জীবন শুরু করেই খেলবেন মায়ামি ওপেনের ফাইনালে! সিনারের বয়স মাত্র ১৯। জীবন শুরু হয়েছিল স্কিয়িং করে। জুনিয়রে এই খেলাটাতেই সেরা হন। তখন কেউ ভাবেননি টেনিসে এসেও একই রকম বিস্ময় উপহার দিতে পারেন। মায়ামিতে সিনার ২১ নম্বর বাছাই। হার্ডরক স্টেডিয়ামে খেলতে নেমে অঘটন ঘটিয়ে হারিয়ে দিলেন স্পেনের তারকা রবেতর্ো বাতিস্তা আগুতকে ৫-৭, ৬-৪, ৬-৪ ফলে। এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলে সিনার নজির গড়বেন। এর আগে এত কম বয়সে মায়ামিতে পুরুষ বিভাগে কেউ চ্যাম্পিয়ন হননি। তবে কিশোর বয়সেই এখানে এক সময় ফাইনালে খেলেছেন নোভাক জোকোভিচ, রাফায়েল নাদাল, আন্দ্রে আগাসি। সিনার অবশ্য নোভাকদের সঙ্গে তুলনা একেবারেই পছন্দ করছেন না। ফাইনালে উঠে বলেছেন, "আমার বয়স ১৯। অত বড়-বড় সব নামের পাশে আমি কিছুই নই। আমাকে আরও অনেক দূর যেতে হবে। কোনও টুর্নামেন্টে একটা সপ্তাহ ভাল খেলেই কেউ দারুণ খেলোয়াড় হয়ে যায় না।" যোগ করেছেন, ''একটা জায়গায় পৌঁছতে সময় লাগে। মায়ামিতে ফাইনালে উঠে আমি খুব খুশি। তবে তার মানে এই নয় যে, চ্যাম্পিয়ন হবই। শুধু চেষ্টা চালিয়ে যেতে চাই।" মায়ামিতে তাঁর খেলার ধরনও টেনিস বিশেষজ্ঞদের নজর কেড়েছে। এখনই অসম্ভব ঠান্ডা মাথা। যে কোনও বলের কাছে অবলীলায় পৌঁছে নিখুঁত রিটার্ন মারেন। সেমিফাইনালে এক সেট পিছিয়ে থেকেও অসাধারণ খেলে ঘুরে দাঁড়ালেন। তার উপর দ্বিতীয় সেটের সপ্তম গেমে চার বার ব্রেকপয়েন্ট বাঁচান। শেষপর্যন্ত ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করেন। ফাইনালে সিনার খেলবেন পোলান্ডের হুবার্ট হুরকাচের সঙ্গে। হুবার্টও ফাইনালে উঠেঠেন সকলকে চমকে দিয়ে। অন্য সেমিফাইনালে তিনি অঘটন ঘটান চতুর্থ বাছাই রুশ আন্দ্রে রুবলেভকে ৬-৩, ৬-৪ হারিয়ে। পোলান্ডের খেলোয়াড় এ বারের টুর্নামেন্টে এই নিয়ে চার জন তারকাকে হারালেন। এর আগে তিনি হারিয়েছেন ষষ্ঠ বাছাই ডেনিস শাপোভালভ, দ্বাদশ বাছাই মিয়োস রায়োনিচ ও দ্বিতীয় বাছাই স্টেফানোস চিচিপাসকে। বিশ্বের প্রথম ছ'জন খেলোয়াড়ের চার জনই এ বার মায়ামিতে খেলছেন না। নাম তুলে নিয়েছেন জোকোভিচ, নাদাল, ডমিনিক থিম ও রজার ফেডেরার। যা সিনার, হুবার্টের মতো নতুনদের সামনে দরজা খুলে দিয়েছে। সিনারের জন্ম উত্তর ইটালির ইনিচেনে। এই জায়গাটিকে বলা হয়, 'স্কি ভিলেজ'। স্কি করার একেবারে আদর্শ জায়গা। সঙ্গে তুষার-স্থাপত্যের উৎসবের জন্যও বিখ্যাত। তাঁর বাবা রাঁধুনির কাজ করেন। মা একই জায়গায় খাবার পরিবেশন করেন। "আমার বাবা-মা খুবই সাধারণ কাজ করেন। ওঁরা জানেন, কী ভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ওঁদের দেখেই আমার লড়াকু মানসিকতা তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক দিন নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। কখনও হাল ছাড়ি না," বলেছেন সিনার।

বন্ধু অর্জুনের সঙ্গে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের সাক্ষী ছিলেন পৃথ্বীশ

২০১১ সালের ২ এপ্রিলের রাত। ভারতে এর আগেই গুগল যুগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে নেটমাধ্যম এখনকার মতো সক্রিয় নয়। সেটা হলে এই ছবি ভাইরাল হতে দশ বছর লাগত না। সে দিন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচ দেখতে অনেকের মতো সচিন তেন্ডুলকরের পরিবারও উপস্থিত ছিলেন। অর্জুন ও সারাকে নিয়ে গ্যালারিতে ছিলেন স্ত্রী অঞ্জলি। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। তবে তাঁদের সঙ্গে যে ১১ বছরের পৃথ্বী শ থাকবেন সেটা অনেকেই ভাবতে পারেননি। তাই তো সেই ছবি এখন নেটমাধ্যমে ভাইরাল। ভাইরাল হওয়া সেই ছবি সম্পর্কে পৃথ্বী বললেন, ''আমার বয়স বড়জোর ১১। অর্জুন,সারার পাশে বসে সেই ফাইনাল দেখেছিলাম। আমাদের সঙ্গে অঞ্জলি আন্টিও ছিল। সেই ম্যাচের উত্তেজনা জীবনে ভুলতে পারব না।" দশ বছর অনেকটা সময়। এই দশ বছরে অর্জুন ও পৃথ্বীর জীবনে অনেক কিছু বদলে গিয়েছে। পৃথ্বী ইতিমধ্যে জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট ও একদিনের ম্যাচে অভিষেক ঘটিয়েছেন।

আইপিএল জগতেও এই ডানহাতি বেশ পরিচত নাম। অন্যদিকে সচিন পুত্র অর্জুন কিন্তু বন্ধু পৃথ্বীর থেকে অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছেন। চলতি বছর মুম্বইয়ের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতা খেললেও দাগ কাটতে পারেননি। ফলে বিজয় হজারে দল থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যদিও আসন্ন আইপিএলে রোহিত শর্মার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে সুযোগ পেয়েছেন। এখন সুযোগ পেলে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করতে পারেন কিনা সেটাই দেখার।

ওয়েস্ট ব্রমউইচের কাছে হেরে এবার অবনমনের দুশ্চিন্তায় চেলসি

লন্ডন, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : ওয়েস্ট ব্রমউইচের কাছে হেরে এবার অবনমনের দুশ্চিন্তায় চেলসি। শনিবার ওয়েস্ট ব্রমউইচের কাছে ২-৫ গোলে হেরে থমাস টাচেল জমানায় প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেল চেলসি।২০১১ আর্সেনালের কাছে ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ৫ গোলে হারতে হয়েছিল চেলসিকে। এক দশক পর এসে সেই স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে আবার ৫ গোল খেল ব্লুজ'রা।

গতবছর জানুয়ারিতে লন্ডনের ক্লাবটির দায়িত্ব নেওয়ার পর সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৪ ম্যাচ অপরাজিত ছিলেন টাচেল। লিগ টেবিলে ১৯ নম্বরে থাকা দলের কাছে অবাক হারে অপরাজিত তকমা ঘুচল জার্মান কোচের। উরুর চোট সারিয়ে দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরেছিলেন চেলসি ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভা। আর প্রত্যাবর্তন ম্যাচেই লাল কার্ড দেখে খলনায়ক ব্রাজিলিয়ান। ম্যাচের ২৯ মিনিটে এদিন লাল কার্ড দেখেন সিলভা। তখন ম্যাচে ১-০ গোলে এগিয়ে ব্লুজ'রা।

দু'মিনিট আগে গোল করে চেলসিকে এগিয়ে দেন ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ। র্কাস আলোন্সোর ফ্রি-কিক পোস্টে প্রতিহত হলে ফিরতি বল জালে ঠেলে দেন মার্কিন ফুটবলার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আলোন্সোর একটি প্রয়াস পোস্টে প্রতিহত না হলে চেলসি সমতায় ফিরতে পারত। কিন্তু ৬৩ মিনিটে ডানপ্রান্তিক ক্রস থেকে ক্যালাম রবিনসনের দুরন্ত ভলি চেলসির জালে ফের জড়িয়ে যেতেই ম্যাচ মুঠোয় পুড়ে নেয় ওয়েস্ট ব্রমউইচ। তবে ১০ জনের চেলসিকে নিয়ে তাদের ছেলেখেলা তখনও শেষ হয়নি। ৬৮ মিনিটে চেলসির রক্ষণ ভেঙে স্কোরশিটে নাম তোলেন এমবায়ে দিয়ানে। তিন মিনিট বাদে ওয়ের্নারের অ্যাসিস্ট ধরে পরিবর্ত ম্যাসন মাউন্ট চেলসির হয়ে একটি গোল শোধ করলেও তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

এই হারের ফলে লিগ টেবিলে চারে থাকা চেলসি ৩০ ম্যাচ পর দাঁড়িয়ে রইল ৫১ পয়েন্টেই।

শেষবার ২০১১ আর্সেনালের কাছে ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ৫ গোল হজম করেছিল চেলসি। এক দশক পর এসে সেই স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে আবার ৫ গোল খেল ব্লুজ''রা। তবে এবার অবনমনের গেরোয় থাকা দলের কাছে। শনিবার ওয়েস্ট ব্রমউইচের কাছে ২-৫ গোলে হেরে থমাস টাচেল জমানায় প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেল চেলসি।ত জানুয়ারিতে লন্ডনের ক্লাবটির দায়িত্ব নেওয়ার পর সবধরনের প্রতিযোগীতা মিলিয়ে ১৪ ম্যাচ অপরাজিত ছিলেন টাচেল। লিগ টেবিলে ১৯ নম্বরে থাকা দলের কাছে অবাক হারে অপরাজিত তকমা ঘুচল জার্মান কোচের। উরুর চোট সারিয়ে দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরেছিলেন চেলসি ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভা। আর প্রত্যাবর্তন ম্যাচেই লাল কার্ড দেখে খলনায়ক ব্রাজিলিয়ান। ম্যাচের ২৯ মিনিটে এদিন লাল কার্ড দেখেন সিলভা। তখন ম্যাচে ১-০ গোলে এগিয়ে ব্লুজ''রা। তবে এবার অবনমনের গেরোয় থাকা দলের কাছে। শনিবার ওয়েস্ট ব্রমউইচের কাছে ২-৫ গোলে হেরে থমাস টাচেল জমানায় প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেল চেলসি।ত জানুয়ারিতে লন্ডনের ক্লাবটির দায়িত্ব নেওয়ার পর সবধরনের প্রতিযোগীতা মিলিয়ে ১৪ ম্যাচ অপরাজিত ছিলেন টাচেল। লিগ টেবিলে ১৯ নম্বরে থাকা দলের কাছে অবাক হারে অপরাজিত তকমা ঘুচল জার্মান কোচের। উরুর চোট সারিয়ে দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরেছিলেন চেলসি ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভা। আর প্রত্যাবর্তন ম্যাচেই লাল কার্ড দেখে খলনায়ক ব্রাজিলিয়ান। ম্যাচের ২৯ মিনিটে এদিন লাল কার্ড দেখেন সিলভা। তখন ম্যাচে ১-০ গোলে এগিয়ে ব্লুজ'রা ঠিক দু''মিনিট আগে গোল করে চেলসিকে এগিয়ে দেন ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ। মার্কাস আলোন্সোর ফ্রি-কিক পোস্টে প্রতিহত হলে ফিরতি বল জালে ঠেলে দেন মার্কিন ফুটবলার। এরপরেই সিলভাকে মার্চিং অর্ডার দেন রেফারি।

সংখ্যাতত্ত্বে পিছিয়ে পড়ে এরপর ওয়েস্ট ব্রমউইচের কাছে পিছু হটতে শুরু করে টাচেলের ছেলেরা। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়েই জোড়া গোল তুলে নিয়ে ঘরের মাঠে চেলসিকে চাপে ফেলে দেয় অবনমনের আওতায় থাকা দলটি। চেলসির রক্ষণকে বোকা বানিয়ে দু''টি গোলই করেন মাথেউস পেরেরা। ওয়েস্ট ব্রমউইচের একটি প্রচেষ্টা ক্রসবারেও প্রতিহত হয়।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আলোন্সোর একটি প্রয়াস পোস্টে প্রতিহত না হলে চেলসি সমতায় ফিরতে পারত। কিন্তু ৬৩ মিনিটে ডানপ্রান্তিক ক্রস থেকে ক্যালাম রবিনসনের দুরন্ত ভলি চেলসির জালে ফের জড়িয়ে যেতেই ম্যাচ মুঠোয় পুড়ে নেয় ওয়েস্ট ব্রমউইচ। তবে ১০ জনের চেলসিকে নিয়ে তাদের ছেলেখেলা তখনও শেষ হয়নি। ৬৮ মিনিটে চেলসির রক্ষণ ভেঙে স্কোরশিটে নাম তোলেন এমবায়ে দিয়ানে। তিন মিনিট বাদে ওয়ের্নারের অ্যাসিস্ট ধরে পরিবর্ত ম্যাসন মাউন্ট চেলসির হয়ে একটি গোল শোধ করলেও তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।এরপর সংযুক্তি সময়ে নিজের দ্বিতীয় এবং চেলসির কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন ক্যালাম রবিনসন।

স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে পাঁচ গোলের বৃত্ত সম্পন্ন হয় ওয়েস্ট ব্রমউইচের। এই হারের ফলে লিগ টেবিলে চারে থাকা চেলসি ৩০ ম্যাচ পর দাঁড়িয়ে রইল ৫১ পয়েন্টেই। অন্যদিকে ২১ পয়েন্টে পৌঁছনো ওয়েস্ট ব্রমউইচের অবস্থান পরিবর্তন না হলেও বাকি ম্যাচগুলিতে এই জয় আত্মবিশ্বাস আনতে পারে কীনা, সেটাই দেখার।

২০১৯ সাল পর্যন্ত টানা প্লে-অফ পর্বে খেলেছে চেন্নাই সুপার কিংস

আইপিএলের ইতিহাসে ২০১৯ সাল পর্যন্ত টানা প্লে-অফ পর্বে খেলেছে চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু গত বছর দলের পারফরম্যান্স আশানুরূপ হয়নি। এই প্রতিযোগিতায় তিন বারের চ্যাম্পিয়নেরা গত বছরই প্রথম প্লে-অফে যেতে পারেনি। লিগ তালিকায় সাত নম্বরে থেকে আইপিএল শেষ করেছিল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নেতৃত্বাধীন এই দল। ফলে গত আইপিএলের ফলে হতাশ হতে হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস-এর সমর্থকদের।এ বার তাই প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখা হয়নি। সিএসকে দলের ব্যাটিং কোচ মাইকেল হাসি শনিবার জানিয়ে দিলেন, সব বিভাগেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে এ বার খেলতে নামবেন তাঁরা।আর সেই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে সিএসকে-র। এ বার নতুন উদ্যমে মাঠে নেমে পুরনো পারফরম্যান্সের ঝলক দেখানোর অপেক্ষা।সিএসকে-র ওয়েবসাইটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হাসি বলেছেন, "আমাদের দলের ভারসাম্য বেশ ভাল। যা সব দুর্বলতা ঢেকে দিয়েছে। দলটার গভীরতাও বেশ। ছেলেদের প্রস্তুতিও ভাল হয়েছে। মানসিক ভাবেও চনমনে মেজাজে রয়েছে ওরা। আশা করা যায়, এ বার পুরনো ভুলভ্রান্তি আর হবে না ওদের।"এ বার আইপিএল নিলামে বেশ কয়েক জন ক্রিকেটারকে দলে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। যার মধ্যে রয়েছেন মইন আলি, কৃষ্ণাপ্পা গৌতম, রবিন উথাপ্পারা। যে প্রসঙ্গে হাসি বলেছেন, ''মইন আলি, গৌতম, উথাপ্পা দলে দারুণ সংযুক্তি। মইন একজন দুর্দান্ত অলরাউন্ডার। আইপিএলে রবিনের অভিজ্ঞতা বিশাল। অতীতে আইপিএলে ওর পারফরম্যান্স ভাল। গৌতমও প্রতিভাবান ক্রিকেটার।"হাসির মতে, আইপিএলের শুরুটা ভাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা হলে শেষের দিকে ক্রিকেটারদের উপরে চাপ বাড়বে না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলতে পারবেন তাঁরা। হাসির কথায়, "আইপিএলে শুরুটা ভাল হওয়া দরকার। এতে ক্রিকেটারেরা চাপমুক্ত থেকে সেরা খেলাটা উপহার দিতে পারে। ওদের আত্মবিশ্বাস ধাক্কা খায় না। শুরুটা ভাল না হলে দলের মধ্যে চাপের পরিবেশ তৈরি হয়। যার শিকার হয় প্রত্যেকে। তখনই প্রত্যাশা মতো ফল পাওয়া যায় না। সমস্যা বাড়ে।"এ বারের আইপিএলে সব দলই নিরপেক্ষ মাঠে খেলবে। যে প্রসঙ্গে সিএসকে-র ব্যাটিং কোচের মন্তব্য, "শুরুতে মুম্বইয়ে কয়েকটি ম্যাচ খেলতে হবে। এর ফলে ক্রিকেটারেরা যেমন ছন্দ পাবে, তেমনই প্রথম দিন থেকেই আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ থাকবে ওরা।" যোগ করেন, ''ব্যাটসম্যান ও বোলার উভয়ের জন্যই ওয়াংখেড়ের পরিবেশ অনুকূল। তাই আশা করা যায়, এ বার আইপিএলের শুরুটা ভাল হবে আমাদের। ফলে ক্রিকেটারেদের আত্মবিশ্বাস অটুট থাকায় ওদের ছন্দ ব্যাহত হবে না।"উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে প্রস্তুতির জন্য মুম্বইয়ে রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। সেখানেই চতুর্দশ আইপিএলের প্রথম পাঁচ ম্যাচ খেলবে সিএসকে। ১০ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এ বারের আইপিএল অভিযান শুরু করবে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নেতৃত্বাধীন সিএসকে।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রবিবার ধুমাছড়ায় ভোট প্রচারে গেলে তরুণীরা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে অভিবাদন জানান।

তৃতীয় দফা নির্বাচনের শেষদিনের প্রচারে তৃণমূল-বিজেপি তরজা তুঙ্গে, প্রচারে বাধা বিজেপি প্রার্থীকে

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হবে আগামী ৬ এপ্রিল মঙ্গলবার। আজ রবিবার তৃতীয় দফা ভোটের শেষ নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিন ছিল। স্বভাবত তৃতীয় দফার নির্বাচনের নিজে নিজে জায়গায় এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ রাজ্যের যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলো। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসার লক্ষ্যে প্রচারে সরগরম করে তুলল। আবার তেমনি ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি পক্ষ থেকে প্রচারে ঝাঁজ বাড়িয়ে তুলল। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কে কটাক্ষ করে প্রচার চালানোর বিজেপি নেতারা। আবার পাল্টা বিজেপিকে কটাক্ষ করে জনসভা করলেন তৃণমূলের নেতারা। আর পিছিয়ে ছিলেন না বাম কংগ্রেস জোটের সংযুক্ত মোর্চার নেতারা।

তৃতীয় দফার এই নির্বাচনে তিন জেলায় ৩১ টি আসনের প্রার্থীদের ভাগ্য পরীক্ষা হবে। এরমধ্যে হাওড়া হুগলি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আসন নিয়ে রীতিমতো নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে তুলেছিলেন রাজনৈতিক নেতারা।

এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া, হুগলি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পাঁচটি জনসভা করেন। এদিন বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় ভোট গ্রহণ শুরু। এদিন হুগলির খানাকুলে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি বলেন, বিজেপির ক্ষমতায় আসার 'স্বপ্ন' অপূর্ণ থাকবে। তৃণমূল সুমো বলেন, "আগে ৫০ টা আসন পান।" লাগাতার পুলিশ বদলি প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে নিশানাও করলেন মমতা। যদিও এবার বাংলা জয় নিয়ে নিশ্চিত তৃণমূল-বিজেপি উভয় শিবিরই। বঙ্গ সফরে এসে নরেন্দ্র মোদি থেকে অমিত শাহ বারবার বলেছেন, দু'শোর বেশি আসন নিয়ে এবার বাংলার ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। আর সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি এই কথা বলেন।

সেখানে তিনি বলেন, ক্ষমতায় আসা তো দূর অস্ত, ৫০ টি আসনও পাবে না বিজেপি। তাঁর কথায়, "আগে ৫০ টা আসন পান, পরে ২৯৪-এর স্বপ্ন দেখবেন।" আবার এদিন জেলার পুরশুড়াতে জনসভা করে বিজেপিকে আক্রমণ করেন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় তিনি বলেন, "গুজরাট বাংলা শাসন করবে, সেটা হতে দেব না। বাংলা বাংলাকেই শাসন করবে।" এ ভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি হুগলির পুরশুড়ার জনসভা থেকে বিজেপিকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, নিজে না সরলে তাঁকে সরানো অত সহজ নয়।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপি ভারতের জঘন্য রাজনৈতিক দল। তাদের কাজ একটাই, রোজ রোজ মিথ্যা কথা বলা, কুৎসা করা।" তাঁর কথায়, "দেশে এ রকম সরকার আগে কখনও দেখা যায়নি। এ রকম বাজে রাজনৈতিক দল দেখিনি। যারা ক্ষমতায় থেকে মানুষকে খুন করে।" নরেন্দ্র মোদীকে 'বাজে প্রধানমন্ত্রী' এবং অমিত শাহকে 'বাজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী' বলেও আক্রমণ করেছেন মমতা। তাঁর বক্তব্যে এনআরসি, এনপিআর-এর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

বিজপি-র বিরুদ্ধে ভোটে টাকা ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছেন মমতা। তিনি বলেন, "আমার সরকার কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, পথশ্রী, কর্মশ্রী করেছে। কিন্তু বিজেপি মানুষ খুন করেছে।" আবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে ভোটপ্রচারে গিয়ে মমতা বলেন, আমি রোজ ২৫-৩০ কিমি হাঁটি। ট্রেডমিল ১৫ কিমি হাঁটি। আর এমনি ১০-১২ কিমি হাঁটি। না হাঁটতে পারলে মনে কষ্ট হয়। ক্যালোরি কমাতে পারছি না। ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে। তিনি এও বলেন, 'তিনি দিন হাসপাতালে ছিলাম, বাদবাকি দিন ছুটি নিইনি। পায়ের চিকিৎসা করিয়ে মিটিং করছি। মনের জোর বাংলা জয় করতে বেরিয়েছি।'

৬৬ বছর বয়সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও যেভাবে প্রতিটি পদযাত্রায় অংশ নেন, তাঁর গতি ছুঁতে গিয়ে হিমশিম খান বহু তরুণও! হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে ফিট রাখাটা জরুরি বলে মনে করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। একটা সময় তিনি নিয়ম করে হাঁটতে যেতেন এলিয়ট পার্কে। কিন্তু একবার সাপ ফণা তোলার পর এলিয়ট পার্কে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হাঁটা থামাননি।

আবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়ায় আরেকধাপ এগিয়ে বিজেপিকে শ্যামাপোকা বলে কটাক্ষ যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। "বিজেপি শ্যামাপোকার মতো। কালীপুজোর পর যেমন শ্যামাপোকা দেখা যায় নাতেমনই ভোটের পর ওদেরও দেখা যাবে না।" এমনই ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল সাংসদ তথা যুব তৃণমূলের সভাপতি। প্রচারের শেষদিনে রবিবার সেখানেই সভা করলেন তিনি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জর্ডনের যুবরাজকে গৃহবন্দি করল দেশের সেনা

আম্মান, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : জর্ডনের যুবরাজকে গৃহবন্দি করল দেশের সেনা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ক্ষমতাসীন বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাকে গদিচ্যুত করার চক্রান্ত করেছেন তিনি। কেবল যুবরাজ হামজা বিন হুসেইনিই নয়, আরও ২০ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রয়াত নবাব হুসেইনি ও তাঁর মার্কিন বংশোদ্ভূত স্ত্রী নুরের ছোট ছেলে হামজা। বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লার সৎ ভাই তিনি। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে আবদুল্লার বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। হামজার দাবি, সেই মন্তব্যের প্রতিশোধ নিতেই তাঁকে তাঁর আম্মানের বাড়িতে গৃহবন্দি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জর্ডন সেনা অবশ্য এমন অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, একটি বড় চক্রান্তের পিছনে রয়েছেন হামজা। কেবল তিনিই নন, জর্ডনের রাজ পরিবারের আরও এক সদস্য, আদিবাসী নেতা ও দেশের মন্ত্রিসভার সদস্যরাও হাত মিলিয়েছেন বর্তমান রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে। এর পিছনে বিদেশি শক্তিরও হাত দেখছে জর্ডন সেনা।

শনিবার রাতে এক ভিডিও বার্তায় হামজা অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা রাজদ্রোহের এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, দেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খোলার কারণেই তাঁকে চুপ করাতে চাইছে প্রশাসন। হামজার কথায়, "আমি দেশের সরকারের অধঃপতনের জন্য দায়ী নই। গত ১৫-২০ বছরে দুর্নীতি হোক বা কিংবা শাসন কাঠামোর ব্যর্থতা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়েছে।"

ছত্তিশগড়ে শহিদ ২২ জওয়ান শোক প্রকাশ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ছত্রিশগড়ের বিজাপুরে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ ২২ জন সেনা জওয়ান। ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গতকালই শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন ছত্রিশগড়ের ঘটনায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনি বলেন, "আমি গভীরভাবে শোকাহত। শহিদদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। গোটা দেশের মানুষ ঘটনায় মর্মাহত এবং শহিদের আত্মত্যাগ কোনদিন ভোলা সম্ভব নয়।"

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, পুরো ঘটনায় গত সন্ধ্যাতেই টুইট করে শোক প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, "এই বীর জওয়ানদের বলিদান কখনও ভোলা যাবে না।" আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

শনিবার সকালে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুর থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে বিজাপুর ও সুকমার মাঝে দক্ষিণ বস্তারের জঙ্গলে মাওবাদীদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে অভিযানে নামেন ২ হাজারের বেশি জওয়ান। মাওবাদী অধ্যুষিত দক্ষিণ বাস্তারের শুকমা ও বিজাপুরে শনিবার পৃথক ভাবে অপারেশন চালিয়েছিল যৌথ বাহিনী। প্রায় ২ হাজারে জওয়ান ও অফিসার নিয়ে সেই টিম অপারেশন শুরু করতেই পাল্টা ঝাঁপিয়ে পড়ে মাওবাদীরা। প্রাথমিকভাবে মাওবাদীদের গুলিতে মৃত্যু হয় ৫ জওয়ানের। নিখোঁজ জওয়ানদের খোঁজে তল্লাশি চলে। নিরাপত্তাকর্মীদের গুলিতেও বেশ কয়েক জন মাওবাদীদের মৃত্যু হয়। তবে সে সংখ্যাটা জানা যায়নি। রবিবার সকালে প্রাথমিক অনুসন্ধান চালানোর পর প্রথমে আরও তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আপাতত তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২। জখম হয়েছেন ৩১ জন।এখনও নিরাপত্তা বাহিনীর একজন জওয়ান নিখোঁজ। ছত্তিশগড় প্রশাসন জানিয়েছে, মাওবাদীদের গুলিতে জখম আধাসেনা জওয়ানদের মধ্যে ২৪ জনের চিকিৎসা চলছে বিজাপুর হাসপাতালে। বাকি ৭ জনের জখম গুরুতর হওয়ায় তাদের পাঠানো হয়েছে রায়পুরের হাসপাতালে।

সোমালিয়া সেনার দুই শিবিরে বিস্ফোরণ, মৃত ৯ সেনা

মোগাদিসু, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : একই সময়ে সোমালিয়া সেনার দুই শিবিরে বিস্ফোরণের ঘটনায় ৯জন সোমালিয়া সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সোমালিয়া সেনা সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। তারা এই ঘটনাকে ক্ষতিকারক বলে স্বীকার করেছে। এই ঘটনার দায় কট্টরপন্থী সংগঠন আল শাবাব স্বীকার করেছে।এরই মাঝে অন্য আরেকটি ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, একজন আত্মঘাতী হামলাকারী রাজধানী মোগাদিসুতে কাছে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই ঘটনায় কমপক্ষে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে এ খবর জানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার দায় কোন সংগঠনই স্বীকার করেনি। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সোমালিয়ার ন্যাশনাল আর্মি জেনারেল আদাবা ইউসুফ সোমালিয়া সেনা শিবির এ বিস্ফোরণের কথা স্বীকার করেন।

নির্বাচনী ফলাফলের পর তৃণমূল যেখানে যাবার চলে যাবে ঃ যোগী আদিত্যনাথ

হুগলি,৪ এপ্রিল(হি.স) আমি ভগবান শ্রীরাম ও কৃষ্ণের জন্মভূমি থেকে রামকৃষ্ণের জন্মভূমিতে এসে সৌভাগ্যলাভ করেছি।আমি ধন্য। হুগলির খানাকুলের রাজহাটি মাঠে বিজেপির ভোটের প্রচারে এসে একথা বলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

বাংলার মাটি অতি পবিত্র মাটি। এ মাটি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের মাটি, রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম দিয়েছে। শুধু জাতীয়তাবাদ নয়, আধ্যাত্মিক চেতনাকে প্রশস্ত করেছে। কিন্তু আজ যখন বাংলার কথা হয়, তখন সে কথা কারও অজানা নয়। আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এই পীঠস্থানে এখন শুধুই গুন্ডারাজ, অরাজকতা।

রবিবার হুগলির আরামবাগের খানাকুলে বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষের সমর্থনে এক জনসভায় করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগী। সেখানে তিনি বলেন, রাজ্যে সরস্বতী পুজো করতে দেবে না, যে রাজ্যে দোল উৎসব করতে দেবে না, রাজ্যে কোন উৎসব করতে দেবে না যে কোনো উৎসবে নতুন আইন তৈরি করবে। সেখানে এই সরকার থাকা উচিত নয়। এরকম একসময় উত্তরপ্রদেশে হত। তবে সেটা বন্ধ হয়েছে বিজেপি সরকার আসার পরে। গত চার বছরে উত্তরপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন যোজনার .৪০ লক্ষ আবাস যোজনা তৈরি করেছি দুই কোটির বেশী মানুষের ঘরে শৌচালয় তৈরি করেছি। এদিন হেলিকপ্টারে নেমে আরামবাগ খানাকুলের রাজহাটি মাঠের জনসভা হয় জনসভায় যোগদান করেন আদিত্যনাথ। তবে আদিত্যনাথ এর জনসভায় যা কর্মী-সমর্থক বিজেপির উপস্থিত ছিলেন তার থেকে বেশি সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল আদিত্যনাথ এর হেলিকপ্টার দেখার জন্য। এদিন তিনি মঞ্চে উঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে কটাক্ষ করেন।

ক্যাপিটল হিলে 'হামলা'-র ঘটনায় জঙ্গি যোগ দেখছে না পুলিশ

ওয়াশিংটন, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : ক্যাপিটল হিলে 'হামলা'-র ঘটনায় এখনও পর্যন্ত জঙ্গি যোগ দেখছে না পুলিশ। ওয়াশিংটনে আমেরিকান কংগ্রেসের ভবন ক্যাপিটলের কাছে গত কাল নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে গাড়ি নিয়ে ঢুকে দুই পুলিশ অফিসারকে ধাক্কা মারে এক যুবক। এক অফিসার মারা যান। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় হামলাকারীরও। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর ১টা নাগাদ ক্যাপিটলের উত্তর দিকের প্রবেশপথের সামনে গাড়ি নিয়ে চড়াও হয় নোয়া গ্রিন নামে ওই যুবক। তার গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় উইলিয়াম ইভান্স নামে এক পুলিশ অফিসারের। ১৮ বছর ধরে কর্মরত ছিলেন তিনি। আহত আর এক অফিসারের অবস্থা স্থিতিশীল। দুই অফিসারকে ধাক্কা মারার পরে গাড়ি থেকে নেমে আসে ইন্ডিয়ানার বাসিন্দা বছর পঁচিশের নোয়া। বাকি অফিসারদের দিকে ছুরি উঁচিয়ে ভয় দেখায় সে। তখনই গুলি করা হয় তাকে। হামলার কারণ জানা যায়নি। তবে এই ঘটনার সঙ্গে 'সন্ত্রাসবাদী যোগ' আছে বলে এখনই মনে করছে না পুলিশ।

রবিবার শকুন্তলা রোডে মহিলা হকার চৈত্র মেলার জন্য নিজের জায়গা দখল করছেন। ছবি নিজস্ব।

এডিসি নির্বাচনের প্রচার শেষ লগ্নে জমজমাট, তৈরী আছেন গণদেবতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া/ বিলোনীয়া, ৪ এপ্রিল। কংগ্রেসের উদ্দ্যোগে পূর্ব পিলাক বাজারে অনুষ্ঠিত হয় এক প্রচার সভা।আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২৬ নং বীরচন্দ্রনগর কলসী কেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনিত প্রার্থী মৃনালকান্তি ত্রিপুরার সমর্থনে নির্বাচনের শেষ প্রচার অনুষ্ঠিত হয় জোলাইবাড়ীর পূর্ব পিলাক বাজারে। কংগ্রেস কতৃক আয়োজিত আজকের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষী নাগ, ২৬ নং বিরচন্দ্রনগর কলসী কেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনিত প্রার্থী মৃনাল কান্তি ত্রিপুরা সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দরা। আজকের এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা অন্যান্য দলের প্রলোভনের ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সকলকে বিশেষ আহব্বান জানান। তার পাশা পাশি বর্তমান রাজ্য সরকারের ও বিগত সি পি আই এম সরকারের বিভিন্ন কাজের তীব্র সমালোচনা করেন বক্তারা। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি জানান আসন্ন এডিসি নির্বাচনে জয়ী হয়ে কংগ্রেস সরকার গঠনের পর এডিসি এলাকা উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে। উনারা আশাবাদী আসন্ন এডিসি নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে শেষ দিনে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলতে এবং ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া এবং ১২ রামচন্দ্র ঘাট তিপ্রা মথা দলের মনোনীত প্রার্থী কমল কলই এবং সোহেল দেববর্মা কে আনারস চিহ্নে ভর্তি জয় যুক্ত করার জন্য উত্তর মহারানী প্রচারে এলেন ত্রিপুরার বুবাগ্রা তথা তিপ্রা মাথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। এদিনের এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন।এদিন মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন হ্যালিপেডের মাধ্যমে সভাস্থলে এসে হাজির হন।এদিকে হাজার হাজার জন জোয়ারে ভাসলো জনসভাস্থল।বোবাগ্রার সভাস্থলে পৌঁছার আগে পুষ্প বর্ষণ এবং উলুধ্বনি দিয়ে বোবাগ্রা কে বরণ করেন জনসমাবেশ আসা হাজার হাজার মানুষ জনেরা।এদিকে জনসভায় বক্তব্য রাখেন মনোনীত প্রার্থী কমল কলই ও সোহেল দেববর্মা। জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন বলেন,আগামী ১০ তারিখ ভোট গণনায় এডিসি দখল করবে তিপ্রা মথার মনোনীত প্রার্থীরা।এছাড়া এই দিনে জনসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে তিপ্রা মথা দলে শামিল হয় অনেক ভোটার। পাহাড় ভোটের আগে শেষ দিনের প্রচারে তিপ্রা মথা দলের রবিবারের এই প্রচার পাহাড়ে তিপ্রা মথা দলকে জয়ী করতে কতটুকু ভূমিকা গ্রহণ করে তা সময়ই বলবে। সরব প্রচারের শেষ লগ্নে রাজনৈতিক প্রচার পাল্টা প্রচারে জমজমাট এবারের নির্বাচনের অন্যতম আকর্ষনীয় কেন্দ্র ১১ মহারানীপুর তেলিয়ামুড়া আসন। বিজেপি আই পি এফ টি জোটের হাইটেক প্রচারকে রীতিমত টেক্কা দিয়ে সরব প্রচারের শেষ লগ্নে ঝড় তুললেন বামফ্রন্ট মনোনিত সি পি আই এম প্রার্থী ঝর্না দেববর্মা। গোটা নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন জনপদে একযোগে করলেন প্রচার। হাজরা, মুঙগিয়াকামী, মহারানীপুর, ঘিলাতলী, পূর্ব ঘিলাতলী, বিদ্যামোহন পাড়া সহ সমগ্র জনপদের বিভিন্ন প্রান্তরে গাড়ী বাইকের র‍্যালি সহ প্রচার কর্মসূচী থেকে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে এডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে ভোট চাইলেন। এই পর্বে অগনিত কর্মী সমর্থক ছাড়াও প্রার্থীর সাথে ছিলেন সি পি আই এম জেলা নেতৃত্বদ্বয় অরুন দেববর্মা এবং সুভাষ নাথ, ছিলেন পার্টির মহকুমা নেতৃত্ব বিশালক্ষ্য দেববর্মা, প্রাক্তন এম ডি সি ধনঞ্জয় দেববর্মা প্রমুখরা।

প্রচারে দারুন সাড়া পেয়েছি। মানুষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।